

BAIO

THE ULTIMATE

TET COMBO

(CTET, WB TET, JHTET)

PRIMARY + UPPER PRIMARY

Complete Master Note



YOUR
COMPLETE
COMPANION
FOR
TET
SUCCESS

BENGALI LANGUAGE

বাকরণ ও পেডাগজি

COMPLETE THEORY
AND PEDAGOGY

EXAM-ORIENTED
PREPARATION

APPROVED BY NEP
AND NCF-SE 2023

PYQ INSIGHT & EXAM
ANALYTICS

QUICK REVISION
CHARTS



BAIO PUBLICATION

BAIO

THE ULTIMATE

TET COMBO MASTER BOOK

FOR BENGALI LANGUAGE

সম্পাদনা: BAIO Learn Together

কপিরাইট: © BAIO Learn Together, 2026

প্রথম সংস্করণ: August, 2026

প্রকাশনা বিবরণ:

প্রকাশক: BAIO PUBLICATION

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ: BAIO

প্রচ্ছদ নকশা: BAIO

বিঃদ্র:

এই বইটি TET (CTET, WBTET, JHTET – Primary + Upper Primary) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। বইটির কোনো অংশই অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে শেয়ার, স্ক্যান, ফটোকপি বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে না। ভারতীয় Copyright Act, 1957 এবং সাইবার ক্রাইম আইন অনুযায়ী, বইটির অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the copyright holder.

যোগাযোগ:

BAIO Learn Together

📠 অ্যাপ: BAIO Learn Together

☎ ফোন: +91 912366 9664

✉ ইমেইল: bengalialinone@gmail.com

🌐 ওয়েবসাইট: www.bengalialinone.com

Ⓢ সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

এই প্রকাশনার কোনো অংশই প্রকাশক ও কপিরাইট ধারকের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে না।

মূল্য: [বইটি শুধু BAIO-র ছাত্রছাত্রীদের জন্য]

সূচি

ক. ব্যাকরণ (Grammar)

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা	ক্রমিক নং	টপিকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	বাংলা ধ্বনি - স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি	৭	১২	লিঙ্গ	৯৪
২	বর্ণ বিশ্লেষণ	১৪	১৩	বচন	১০০
৩	বাংলা শব্দভাণ্ডার	১৭	১৪	ক্রিয়ার কাল	১০৫
৪	উপসর্গ-অনুসর্গ-ধাতু	২৭	১৫	বাক্য প্রকরণ	১১০
৫	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৩৬	১৬	বাচ্য এবং বাচ্য পরিবর্তন	১১৭
৬	সমার্থক শব্দ	৪৩	১৭	কারক বিভক্তি	১২১
৭	বিপরীতার্থক শব্দ	৪৮	১৮	সম্বন্ধ পদ	১২৯
৮	এক কথায় প্রকাশ	৫৪	১৯	সন্ধি	১৩৩
৯	পদ পরিচয়	৭০	২০	সমাস	১৪৬
১০	পদ পরিবর্তন	৮১	২১	অশুদ্ধি সংশোধন	১৫৬
১১	পুরুষ	৯০	২২	TET পরীক্ষার ভাষাগত বোধ পরীক্ষণ (Language Comprehension)	১৬৩

খ. বাংলা ভাষা বিকাশের শিক্ষণবিদ্যা (Pedagogy of Language Development)

অধ্যায়	টপিকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	ভাষা অর্জন এবং ভাষা শিখন (Language Acquisition and Language Learning)	১৬৫
২	ভাষা শিক্ষার মূলনীতিসমূহ (Principles of Language Teaching)	১৭৪
৩	শোনা এবং বলার ভূমিকা (Role of Listening and Speaking)	১৮২
৪	শিক্ষায় ব্যাকরণের ভূমিকা (Role of Grammar in Language Education)	১৯২
৫	বৈচিত্র্যময় শ্রেণীকক্ষের চ্যালেঞ্জ (Teaching Bengali in a Diverse Classroom)	১৯৮
৬	ভাষার দক্ষতা (Language Skills)	২০৫
৭	পঠন উপ-দক্ষতা (Reading Sub-skills)	২১২
৮	লিখন কর্মকৌশল এবং রচনার বিবিধ ক্ষেত্র (Process Approach to Writing and Diverse Areas...)	২২০
৯	মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation of Language Proficiency in L2)	২২৮
১০	শিক্ষণ-শিখন উপকরণ (Teaching-Learning Materials - TLM)	২৩৬
১১	সংশোধনী বা প্রতিকারমূলক শিক্ষণ (Remedial Teaching)	২৪৪
১২	আঞ্চলিক ও মাতৃভাষা শিক্ষানীতি (Regional and Mother Tongue Language Policy)	২৫১

Presented by BAIO Learn Together

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা ব্যাকরণ



2026-2027



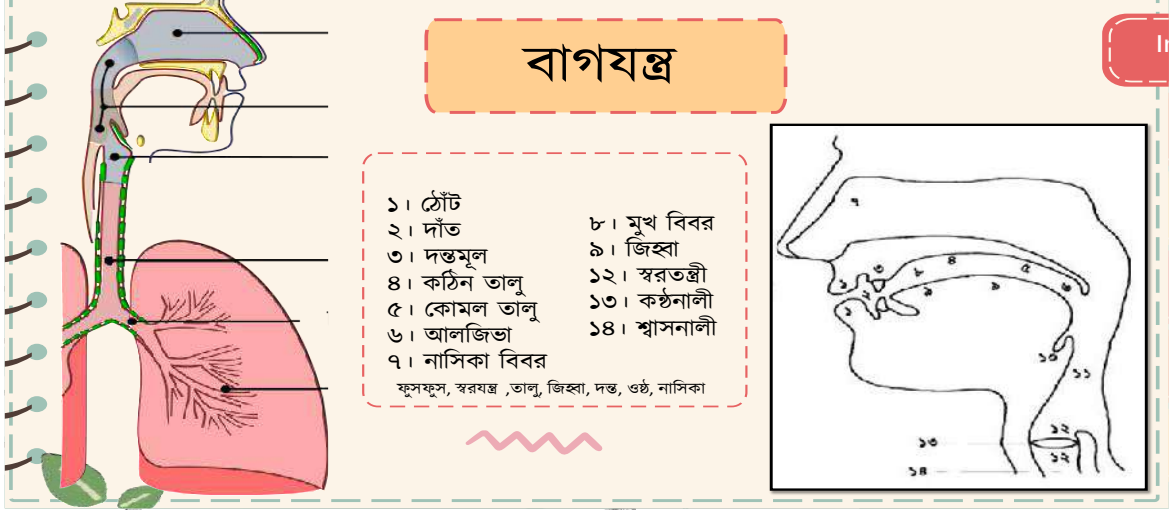
BAIO – Learn Together

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনি

- ধ্বনি সাধারণত উচ্চারিত হয় আমাদের শরীরে থাকা কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্যে। এগুলিকে বাগযন্ত্র বলে। অর্থাৎ বাগযন্ত্র=বাক্+যন্ত্র।
- বাক্ অর্থে কথা। শরীরের যে অংশগুলোর মাধ্যমে কথা গঠিত হয় তা হল বাগযন্ত্র।
- এগুলি হল- ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা ইত্যাদি।
- বাক্যযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন কথা আমরা উচ্চারণ করি, তা কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি। আর ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ।
- ধ্বনি** : বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে এক ঝোঁকে উচ্চারিত মুখের অর্থযুক্ত আওয়াজকে ধ্বনি বলে।
- বর্ণ** : মনের ভাব লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে অথবা বাক্যযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য সুদর্শন লিখিত রূপটিকে বর্ণ বলে।
- যেমন**: ‘রাম’-এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়- র+আ+ম। এখানে তিনটি ধ্বনি বা বর্ণ আছে। এগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজন্য বর্ণকে ভাষার অবিভাজ্য অঙ্গ বলা হয়।
- ঐ সাংকেতিক চিহ্নগুলোর উচ্চারণ হল ধ্বনি।
- তাহলে এভাবে বলাই যায়, ধ্বনির লিখিত রূপ হলো বর্ণ। বাংলা ভাষায় মোট ৪৭টি বর্ণ আছে। এদের সমষ্টিকে বলে বর্ণমালা। বাংলা ভাষা বর্ণমালা দুইপ্রকার। যথা- ১) স্বরবর্ণ, ২) ব্যঞ্জনবর্ণ।
- অনুরূপভাবে ধ্বনিও দুই প্রকার। যথা- ১) স্বরধ্বনি। ২) ব্যঞ্জনধ্বনি।
- ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য :

ধ্বনি	বর্ণ
➤ ধ্বনি বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয়।	➤ বর্ণ ধ্বনির সাংকেতিক রূপ।
➤ এটি লিখে প্রকাশ করা যায় না।	➤ এটি লিখে প্রকাশ করা হয়।
➤ ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য।	➤ বর্ণ দৃষ্টিগ্রাহ্য।



স্বরধ্বনি

- সংজ্ঞা: যে সমস্ত ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে, অন্য কোন ধ্বনির সাহায্য নিতে হয় না অথবা যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কোথাও বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে।
- বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা- ১২টি। (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ)। এর মধ্যে ‘ঐ’ এর ব্যবহার নেই। তাই বাংলা ৯-কে বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলা স্বরবর্ণ ১১ টি।
- বাংলা ভাষায় মোট স্বরধ্বনির সংখ্যা বলতে হলে মৌলিক ও যৌগিক, উভয় প্রকার স্বরের কথাই বলতে হয়। বাংলায় মৌলিক স্বর ৭টি এবং যৌগিক স্বরের সংখ্যা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তাই বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা জানতে চাইলে মৌলিক স্বরের সংখ্যাই বলতে হবে।
- বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা-৭টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও)। এদের মধ্যে ‘অ্যা’ এর লিখিত রূপ নেই।

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ

স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ। এই রূপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত যে-কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা ‘কার’ অথবা স্বরবর্ণের গৌণরূপ। যেমন- ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। ‘ম’-এর সঙ্গে ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ‘া’ যুক্ত হয়ে ‘মা’ হয়। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ-কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন-

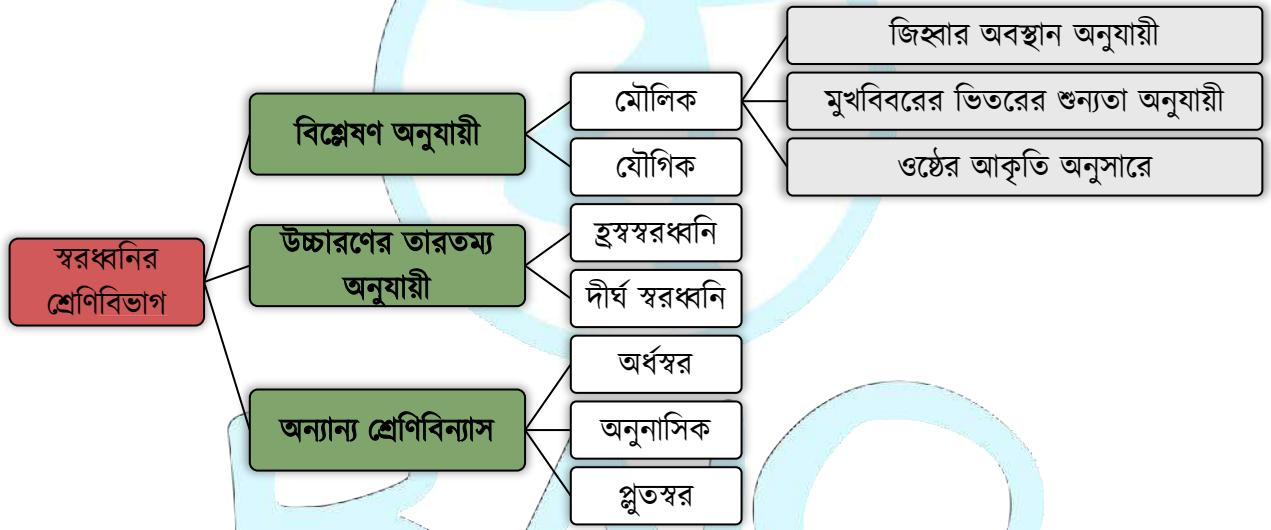
- ✓ আ - কার (া)
- ✓ ই - কার (ি)

- ✓ ঙ - কার (ঙ)
- ✓ উ - কার (ু)
- ✓ ঊ - কার (ূ)
- ✓ ঋ - কার (্র)
- ✓ এ - কার (ে)
- ✓ ঐ - কার (ৈ)
- ✓ ও - কার (ো)
- ✓ ঔ - কার (ৌ)।

বাংলা বর্ণমালায় ‘অ’-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার নেই। আকার (া) এবং ঙ-কার (ঙ) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ি), এ-কার (ে) এবং ঐ-কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) এবং ঋ-কার (্র) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও-কার (- ো), ঔ-কার (- ৌ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিক যুক্ত হয়। উদাহরণ: মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মু, মো, মৌ। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপকে যেমন ‘কার’ বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ‘ফলা’।

- ❖ কোন শব্দের সঙ্গে যখন ‘অ’ যুক্ত হয়, তখন তাকে দেখা যায় না। যেমন – (শ+অ+ব+দ+অ = শব্দ) ‘শব্দ’-এর মধ্যে ‘অ’ আছে, কিন্তু তার কোন রূপ নেই। এই অ-কে চোখে দেখা যায় না, এই অ ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে আমাদের সাহায্য করে। এই অ-কে বলা হয় **নিহিত স্বর বা নিহিত স্বরধ্বনি**।

শ্রেণিবিভাগ : স্বরধ্বনিকে বিভিন্ন শ্রেণিকরণ করা যায়। যথা –



স্বরধ্বনির শ্রেণিবিন্যাস (বিশ্লেষণ অনুযায়ী)

শ্রেণিবিন্যাস	সংজ্ঞা	উদাহরণ
মৌলিক	যে স্বরধ্বনিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না।	এই মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা-৭টি। অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।
যৌগিক/যুগ্ম স্বরধ্বনি/দ্বিস্বর/সন্ধিস্বর/সন্ধ্যাক্ষর/সংযুক্তস্বর	যে স্বরধ্বনি দুটি বা তার বেশী স্বরধ্বনি যোগে উচ্চারিত হয়।	ঐ=ও+ই ঔ=ও+উ আর ২৩ টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। যাদের লিখিত রূপ নেই। তাই এরা বর্ণ নয়। যেমন- ইআ (দিয়া), এই (এই), এআ (খেয়া) ইত্যাদি। সুতরাং মোট যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫টি (২+২৩)টি।

একাধিক মৌলিক স্বরধ্বনির যোগে যে স্বরগুচ্ছ তৈরি হয়, তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যৌগিক স্বরধ্বনি সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বাংলা ব্যাকরণে চালু আছে।

প্রথম ভুল ধারণা: বাংলা বর্ণমালায় মাত্র ২টি যৌগিক স্বর স্থান পেয়েছে। ঐ(অ+ই---কৈ) এবং ঔ(বৌ)। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এই দুটি ছাড়াও বাংলায় আরও অনেকগুলি যৌগিক স্বর আছে। যেমন : ইএ(ইয়ে), উআ(উয়া), আউ, আও, ওই, উই, আই ইত্যাদি। এগুলি দ্বিস্বর ধ্বনির মধ্যে পড়ে।

দ্বিতীয় ভুল ধারণা: যৌগিক স্বর মাত্রই দুটি স্বরের সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবে বাংলাভাষায় দ্বিস্বর ছাড়া ত্রিস্বর, চতুঃস্বর, এমনকি পঞ্চঃস্বরও উচ্চারিত হয়। এগুলিও যৌগিক স্বর। তাই যৌগিক স্বরের সংখ্যা নিরূপণ করা মুশকিল।

- ত্রিস্বরের উদাহরণ: আইআ(আইয়া) যেমন: 'খাইয়া', 'যাইয়া' প্রভৃতি শব্দে।
- চতুঃস্বরের উদাহরণ: আইআই (যেমন: খাইয়াই শব্দে)
- পঞ্চঃস্বরের উদাহরণ: আওআইআ (যেমন: খাওয়াইয়া)।

উচ্চারণের তারতম্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণিবিন্যাস	সংজ্ঞা	উদাহরণ
হ্রস্বস্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণে কম সময় লাগে।	অ, ই, উ, ঋ

দীর্ঘ স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণে তুলনামূলকভাবে বেশী সময় লাগে।	আ, ঈ, উ, এ, ঐ, ও, ঔ
-----------------	---	---------------------

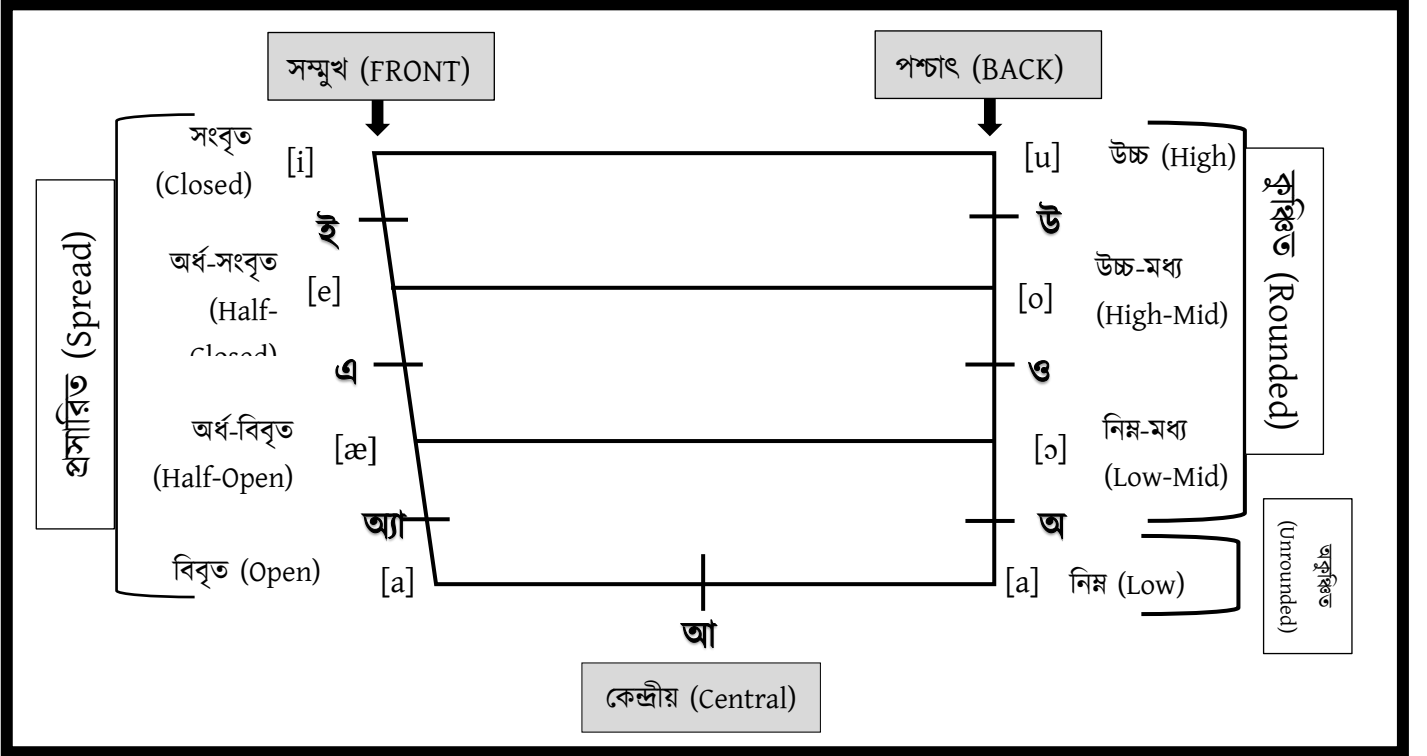
এছাড়াও অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাস

শ্রেণিবিভাগ	সংজ্ঞা	উদাহরণ
অর্ধস্বর	কিছু স্বরধ্বনি সম্পূর্ণ রূপে স্বরধ্বনির মতো কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় না।	স্বর ধ্বনির ক্ষেত্রে, উ, ও, এ+য় কই, কেউ, খাই, ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে, অন্তঃস্থ বর্ণ 'য', 'য়', 'ব'
অনুনাসিক স্বরধ্বনি/সানুনাসিক স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নাসিকা পথে নির্গত হয়।	আঁ(বাঁকা, ফাঁকি), ইঁ(ইঁদুর), উঁ(উঁহু, উঁচু), ঐঁ (ঐঁচোর), ঔঁ(ঔঁকার)
প্লুতস্বর	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণে গান-কান্না অথবা আহ্বানের সময় একটা রেশ থেকে যায়।	আ...., রা....ম, সা....আ...., রে....এ

অর্ধস্বর –

- ই, উ, এ, ও এই চারটি স্বর রুদ্ধদলের শেষে থাকলে তখন এদের অর্ধস্বর বা খণ্ড স্বর বা অর্ধস্বরধ্বনি বলে।
- চারটি স্বর স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার হলে একে অর্ধস্বর বলা যাবে না। বিশেষ ধরনের উচ্চারণ হলেই এরা অর্ধস্বর। যেমন: 'খাই', 'যাই', 'সাইবার' প্রভৃতি শব্দের 'ই' অর্ধস্বর, কিন্তু 'ইমন', 'বালিশ', 'বালি' প্রভৃতি শব্দের 'ই' অর্ধস্বর নয়, পূর্ণস্বর। একই ভাবে 'যাও', 'খাও' শব্দের 'ও' অর্ধস্বর, কিন্তু 'গোল' বা 'ওজন' শব্দের 'ও' পূর্ণস্বর।
- অর্ধস্বর হিসেবে এদের পরিচয় বোঝানোর জন্য এদের নিচে হস্ চিহ্ন দিতে হয়। যেমন: যাই্, নাই্। সাধারণ বানানের ক্ষেত্রে অর্ধস্বর হলেও হস্ দেওয়ার দরকার নেই। যেমন 'বই' শব্দের 'ই' একটি অর্ধস্বর, তবু 'বই' বানানে হস্ চিহ্ন নেই।
- ই, এ স্বর দুটি অর্ধস্বর হিসেবে য-এর মতো উচ্চারিত হয় এবং উ, ও স্বর দুটি অর্ধস্বর রূপে অন্তঃস্থ ব-এর মতো উচ্চারিত হয়।

মৌলিক স্বরধ্বনির শ্রেণিবিন্যাস



১) জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী

সম্মুখ স্বরধ্বনি	জিহ্বার সামনের দিকে অবস্থান।	ই, এ, অ্যা
কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি	জিহ্বার মাঝে অবস্থান।	আ
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	জিহ্বার পিছনের দিকে অবস্থান।	অ, ও, উ
উচ্চ স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে।	ই, উ
উচ্চ-মধ্যস্বরধ্বনি	মুখের ভিতরের তিন-চতুর্থাংশে জিহ্বার অবস্থানে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়।	এ, ও
নিম্ন-মধ্যস্বরধ্বনি	মুখবিবরের দুই চতুর্থাংশে জিহ্বার অবস্থানে যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয়।	অ্যা, অ
নিম্ন-স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা একেবারেই নীচে অবস্থান করে।	আ

২) মুখবিবরের ভিতরের শূন্যতা অনুযায়ী

সংবৃত	জিহ্বা সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান ও জিহ্বা এবং তালুর শূন্যতায় বায়ু ভর্তি থাকে এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়।	ই, উ
-------	---	------

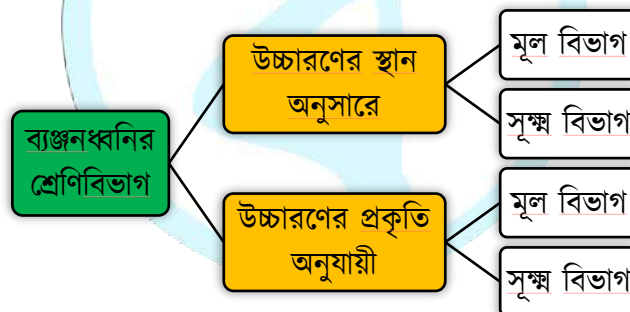
অর্ধ-সংবৃত	জিহ্বা ও নিচের চোয়ালের দ্বারা দুই-চতুর্থাংশ বায়ু ভরে থাকে।	এ, ও
অর্ধ-বিবৃত	উপর থেকে জিহ্বা ও নিচের চোয়ালের দ্বারা তিন-চতুর্থাংশ বায়ু ভর্তি অবস্থায় এই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়।	অ্যা, অ
বিবৃত	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বা একেবারে নিচে অবস্থান করলে মুখের ভিতর অংশে শূন্যতা থাকে।	আ

৩) ওষ্ঠের আকৃতি অনুসারে

প্রসারিত স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠকে আমরা দুদিকে প্রসারিত করি।	ই, এ, অ্যা
স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিত হয় না আবার কুণ্ঠিতও হয় না, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।	আ,
কুণ্ঠিত স্বরধ্বনি	এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ দুদিকে প্রসারিত না হয়ে ফু দেওয়ার মতো গোল হয়ে কুণ্ঠিত আকার ধারণ করে।	উ, ও, অ

ব্যঞ্জনধ্বনি

- ব্যঞ্জনধ্বনি: যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না এবং সাধারণত যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, অথবা যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কোনো না কোনো স্থানে বাধা পায়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জন ধ্বনির লিখিত রূপ হল ব্যঞ্জনবর্ণ।
- বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা ২৯টি - ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, শ, হ।
- নিজস্ব রূপ নেই- ঙ=ঞ/ণ, জ=য/য়, ব(বর্গীয়)=ব(অন্তঃস্থ) শ=ষ/স, ত=ৎ, ঙ=ং, হ=ঃ, ঁ-স্বরকে আনুসঙ্গিক করে তোলে।
- কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ সংখ্যা ৪০টি। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ং, ঃ, ঁ।



❖ শ্রেণিবিভাগ: উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ	উচ্চারণের স্থান
কণ্ঠ বর্ণ বা স্নিগ্ধ তালব্য ধ্বনি	জিহ্বার পশ্চাভাগ তালুর দিকে নরম অংশে স্পর্শ করে অথবা স্নিগ্ধ তালুতে শ্বাসবায়ুকে বাঁধা দিয়ে ধ্বনির সৃষ্টি হয়।	ক, খ, গ, ঘ, ঙ।	কণ্ঠ ও জিহ্বামূল
তালব্য ব্যঞ্জন বা তালু দন্তমূলীয় ধ্বনি	সম্মুখ জিহ্বার পাতলা অংশ যখন শক্ত তালু ও দন্তমূল দুই-ই স্পর্শ করে বা দুই এর সংযোগ স্থল স্পর্শ করে।	চ, ছ, জ(য), ঝ, ঞ, (শ/স/ষ)।	তালু ও জিহ্বার সম্মুখভাগ
মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনি	জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টে মূর্ধাতে স্পর্শ করে এবং ধ্বনিবাহী বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়।	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ,	মূর্ধা ও উল্টানো জিহ্বাগ্র
দন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি	জিহ্বার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে দন্তকে স্পর্শ করে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়।	ত(ৎ), থ, দ, ধ, ন	দন্ত ও জিহ্বাগ্র
দন্তমূলীয় ধ্বনি	জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূলের আঘাত করায় শ্বাস বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়।	ন, ণ, র, ল	দন্তমূল ও জিহ্বাগ্র
ওষ্ঠ্যব্যঞ্জনধ্বনি	ওষ্ঠ ও অধর পরস্পরকে স্পর্শ করায় ধ্বনিবাহী শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়।	প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ ও অধর
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	কণ্ঠনালীর মধ্যে ধ্বনিবাহী শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়।	হ	কণ্ঠনালী

উচ্চারণ প্রকৃতি অনযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণিবিভাগ		অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি		সঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি			বর্গ
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য+ অল্পপ্রাণ	
স্পর্শ ধ্বনি		ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ক- বর্গ
	ঘৃষ্টধ্বনি	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	চ-বর্গ
		ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ট-বর্গ

		ত	থ	দ	ধ	ন	ত-বর্গ
		প	ফ	ব	ভ	ম	প-বর্গ
উষধধ্বনি / শিসধ্বনি	শ, ষ, স			হ (ঃ)			
তাড়িত ধ্বনি			ড়	ঢ়			
তরল ধ্বনি	কম্পনজাত		র				
	পাশ্বিক ধ্বনি			ল			

স্পর্শ ধ্বনি :

- যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার মুখবিবরের (কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ) কোনো অংশের সঙ্গে স্পর্শ ঘটে অথবা অধরের সহিত ওষ্ঠের স্পর্শ হয়, তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ-ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টি বর্ণগুলিকে পাঁচটি রীতিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। -
 'ক' বর্গ - ক, খ, গ, ঘ, ঙ - উচ্চারণের সময় জিহ্বামূল কণ্ঠ স্পর্শ করে।
 'চ' বর্গ - চ, ছ, জ, ঝ, ঞ - উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যভাগ তালু স্পর্শ করে।
 'ট' বর্গ - ট, ঠ, ড, ঢ, ণ - উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উলটে মূর্ধা স্পর্শ করে।
 'ত' বর্গ - ত, থ, দ, ধ, ন - উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপর পাটির দাঁত স্পর্শ করে।
 'প' বর্গ - প, ফ, ব, ভ, ম - উচ্চারণে অধরের সহিত ওষ্ঠের স্পর্শ হয়।

ঘৃষ্ট ধ্বনি:

- জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরে উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষন থেকে যে ধ্বনির উদ্ভব ঘটে, তাকে ঘৃষ্ট ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ-চ, ছ, জ, ঝ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি:

- যে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে অল্প শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয়, তাকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে। অথবা যে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে বার হয় না, তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ-প্রতি বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ- ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি:

- যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে অধিক শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয় (স্বাভাবিকের তুলনায়) তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ: প্রতি বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ফ, ভ ইত্যাদি।
- ক্ষীণায়ন: মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ বিশেষ আয়াসসাধ্য বলে এই বর্ণগুলি মৌখিক বাংলায় প্রায়ই অল্পপ্রাণ বর্ণের মতো উচ্চারিত হয় তাই একে ক্ষীণায়ন বলে। যেমন- কাঁধ + উয়া= কাঁধুয়া। মাথা > মাতা

ঘোষ/সঘোষ/নাদ ধ্বনি:

- যে ধ্বনিগুলি জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়-অর্থাৎ উচ্চারণের সময় বাতাসের ধাক্কায় কণ্ঠস্থ স্বরতন্ত্রী কম্পন হওয়ায় কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়, সেই ধ্বনিগুলোকে ঘোষধ্বনি বা সঘোষধ্বনি বা নাদ ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ-প্রতি বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি - গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম।

অঘোষ ধ্বনি:

- যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় কণ্ঠ স্বরতন্ত্রীর জোরালো কম্পন হয় না, মৃদুভাবে সহজে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যের প্রয়োজন হয় না, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ-প্রতি বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি- ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ।

উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি বা শিস ব্যঞ্জনধ্বনি:

- যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে উষ্ম অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে, তাকে উষ্ম বর্ণ বলে।
- উদাহরণ-শ, ষ, স, হ
- # এই ধ্বনিগুলির মধ্যে শ, ষ, স উচ্চারণের সময় প্রযুক্ত একটি শিসধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাই একে শিস ধ্বনিও বলে।

কম্পিত ধ্বনি:

- যে ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতের গোড়ায় কম্পন সৃষ্টি করে, সেই ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে।
- যেমন-র।

তাড়িত ধ্বনি:

- জিহ্বার সম্মুখ প্রান্ত যদি তালুকে একবার মাত্র টোকা দেওয়ার মতো শুধু একটু ছুঁয়ে যায়, এবং শ্বাসবায়ু তাকে সরিয়ে দেয়, এর ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে।
- যেমন - ড, ঢ।

নাসিক্য ধ্বনি:

- যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে মুখের ভিতরের বায়ু নাসিকা দিয়েও বার হয়, সেই ধ্বনিগুলিকে নাসিক্য বা অনুনাসিক ধ্বনি বলে।
- উদাহরণ- ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

তরল ধ্বনি:

- যে ধ্বনি গুলো উচ্চারণের সময় মুখবিবর সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকে না আবার শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাদেরকে তরল ধ্বনি বলে।

■ যেমন- র, ল।

পার্শ্বিক ধ্বনি:

■ যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে জিহবার দুটি পাশ থেকে বায়ু বহির্গত হয় তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

■ যেমন-ল।

অন্যান্য বিভাগ

■ এছাড়াও ব্যঞ্জনধ্বনিকে আরো বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

অন্তঃস্থ ধ্বনি:

■ যে ব্যঞ্জনধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি ও উষ্ম ধ্বনির মধ্যবর্তী স্থানে উচ্চারিত হয়, সেই ধ্বনিগুলিকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলে।

■ যেমন-য, র, ল, ব।

অর্ধস্বর:

■ যে সমস্ত ধ্বনিগুলি কোন শব্দের মধ্যে কখনো স্বরধ্বনির মতো কখনো ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, এই ধ্বনিগুলিকে অর্ধস্বর বলে।

■ যেমন-য, র

অযোগবাহ বর্ণ বা আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি:

■ যে সমস্ত বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের আশ্রয় ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে অযোগবাহ বর্ণ বা আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি বলে।

■ যেমন-ং, ং

■ অযোগবাহ বর্ণগুলি স্বর বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে কোন যোগ থাকে না, তাই ‘অযোগ’। কিন্তু উচ্চারণকালে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ বহন করে, তাই ‘বাহ’। এই দুয়ের ভিত্তিতে অযোগবাহ নাম হয়েছে।

■ অন্য ধ্বনিকে আশ্রয় করে এই ধ্বনিগুলি অবস্থান করে বলে এর আরেক নাম আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি হয়েছে।

দ্বিব্যঞ্জনধ্বনি:

■ একক প্রযত্নে সংযুক্ত দুটি ব্যঞ্জন উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিব্যঞ্জনধ্বনি বলে। সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিই দ্বিব্যঞ্জনধ্বনি।

■ যেমন-খ=ক+হ, ঘ=গ+হ

বর্ণদ্বিত্ব:

■ শব্দ মধ্যস্থিত কোনো বর্ণ দুবার উচ্চারিত হলে তাকে বর্ণ দ্বিত্ব বলে।

■ যথা---ছোট>ছোট, বড়>বড়, একেবারে>একেবারে, এতটুকু>এতটুকু ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন:

■ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হয়ে একটি ধ্বনি সৃষ্টি করলে তাকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

■ যেমন-ক+ঘ=ক্ষ, জ+ঞ=জ্ঞ ইত্যাদি।

প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি:

■ যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বা প্রতিবেষ্টিত হয় তাকে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে।

■ যেমন-ট, ঠ, ড, ঢ।

২. নতুন সংযোজন

তাড়িত ধ্বনির সূক্ষ্ম বিভাজন:

- **তাড়িত অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Flapped Unaspirated):** ড (উচ্চারণের সময় জিহ্বার তলার অংশ দিয়ে মূর্ধাকে দ্রুত আঘাত বা তাড়ন করা হয়, এতে ফুসফুসজাত বাতাসের আধিক্য থাকে না)।
- **তাড়িত মহাপ্রাণ ধ্বনি (Flapped Aspirated):** ঢ (উচ্চারণের সময় তাড়নের পাশাপাশি ‘হ’ বা হ-কারান্ত ধ্বনির মতো বাতাসের তীব্রতা থাকে)।

পীণায়ন ও ক্ষীণায়ন:

- **পীণায়ন (Aspiration):** উচ্চারণের অসাবধানতা বা আঞ্চলিকতার কারণে কোনো অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি যখন মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন তাকে পীণায়ন (বা মহাপ্রাণভবন) বলে।
 - উদাহরণ: পুকুর > পুখুর; তুলা > থুলা।
- **ক্ষীণায়ন (De-aspiration):** উচ্চারণের ক্লাস্তি বা দ্রুততার কারণে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষীণায়ন (বা অল্পপ্রাণভবন) বলে।
 - উদাহরণ: মাথা > মাতা; কাঁধ + উয়া = কাঁধুয়া।

ঘৃষ্ট ধ্বনি (Affricates) - বিকল্প সংজ্ঞা:

- **তাত্ত্বিক রূপ:** যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের বাতাস প্রথমে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয় (স্পর্শধ্বনির মতো) এবং ছাড়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে (উষ্মধ্বনির মতো), তাকে ঘৃষ্ট ধ্বনি বলে। অর্থাৎ, এটি মূলত স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির একটি যৌগিক রূপ। চ-বর্গের ধ্বনিগুলি (চ, ছ, জ, ঝ) হলো এর উদাহরণ।

ধ্বনি পরিবর্তনের মৌলিক সূত্রাবলি (সংক্ষিপ্ত রূপ):

- **অপিনিহিতি:** শব্দের মধ্যে ‘ই’ বা ‘উ’ কার থাকলে তা নির্দিষ্ট স্থানের আগেই উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা। (যেমন: রাখিয়া > রাইখ্যা)।
- **অভিশ্রুতি:** অপিনিহিতিজাত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরের সাথে মিলিত হয়ে সংকুচিত রূপ ধারণ করলে। (যেমন: বানিয়া > বেনে)।
- **বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি:** যুক্তব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া। (যেমন: রত্ন > রতন)।
- **সম্প্রকর্ষ (স্বরলোপ):** দ্রুত উচ্চারণের ফলে স্বরধ্বনি লোপ পাওয়া। (যেমন: ভগিনী > ভগ্নী)।

১. ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি (সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসার ক্ষেত্র)

বিগত বছরের পরীক্ষাগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান এবং তাদের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য থেকে সরাসরি বহু প্রশ্ন এসেছে। এই অংশ থেকে নিচের বিষয়গুলোতে ফোকাস করা হয়:

- **উচ্চারণ স্থান সনাক্তকরণ:** ক-বর্গ থেকে প-বর্গের বর্ণগুলোর উচ্চারণ স্থান থেকে প্রশ্ন আসে। যেমন— কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ বর্ণ।
 - উদা. কণ্ঠ্য বর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), দন্ত্য বর্ণ (ত, থ, দ, ধ) ইত্যাদি।
- **প্রাণতা ও ঘোষতা:** অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ (উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর স্বল্পতা ও আধিক্য) এবং ঘোষ ও অঘোষ (স্বরতন্ত্রী গম্ভীরতা বা মৃদুতা) ধ্বনি নির্ণয় করা।
 - অঘোষ অল্পপ্রাণ: বর্গের ১ম বর্ণ (ক, চ, ট, ত, প)।
 - ঘোষ মহাপ্রাণ: বর্গের ৪র্থ বর্ণ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ)।
- **বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি:** টেট পরীক্ষায় সাধারণ স্পর্শ বর্ণের বাইরে থাকা বিশেষ ধ্বনিগুলো থেকে প্রায়শই প্রশ্ন আসে :
 - তাড়িত ধ্বনি: ‘ড়’ ও ‘ঢ়’।
 - কম্পিত ধ্বনি: ‘র’।
 - পার্শ্বিক ধ্বনি: ‘ল’।
 - আশ্রয়স্থানভাগী বা অযোগবাহ বর্ণ: ‘ং’ ও ‘ঃ’।

২. স্বরধ্বনির সূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগ ও ওষ্ঠ-জিহ্বার আকৃতি

স্বরধ্বনি থেকে সরাসরি ব্যাকরণগত সংজ্ঞা বা উদাহরণ জানতে চাওয়া হয় :

- **মৌলিক বনাম যৌগিক স্বরধ্বনি:** বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা) এবং যৌগিক স্বরবর্ণের লিখিত রূপ ২টি (ঐ, ঔ) হলেও কথ্য ভাষায় দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। পরীক্ষায় প্রায়ই মৌলিক ও যৌগিক স্বরের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন থাকে।
- **জিহ্বা ও ওষ্ঠের অবস্থান:**
 - ওষ্ঠের আকৃতি অনুযায়ী **কুঞ্চিত স্বরধ্বনি** (উ, ও, অ) এবং **প্রসারিত স্বরধ্বনি** (ই, এ, অ্যা)।
 - মুখের ভেতরের শূন্যতা বা জিহ্বার উচ্চতা অনুযায়ী **সংবৃত** (ই, উ) এবং **বিবৃত** (আ) স্বরধ্বনি নির্ণয়।
- **প্লুতস্বর ও অর্ধস্বর:** গান বা দূর থেকে ডাকার সময় যে টেনে উচ্চারণ করা হয় তা হলো প্লুতস্বর। এছাড়া ‘ই, উ, এ, ও’ যখন সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না, তখন তাদের অর্ধস্বর বলা হয়।

৩. ধ্বনিতাত্ত্বিক শিক্ষণবিদ্যা বা পেডাগজি (Phonology & Pedagogy)

সেন্ট্রাল টেট (CTET) এবং পশ্চিমবঙ্গ টেট (WB TET)-এর পেডাগজি অংশে ধ্বনি ও তার উচ্চারণগত ত্রুটি নিয়ে বেশ কিছু ব্যবহারিক প্রশ্ন আসে:

- **উচ্চারণ ত্রুটি সংশোধন:** কোনো শিশুর নির্দিষ্ট ধ্বনি উচ্চারণে সমস্যা থাকলে শিক্ষক হিসেবে আপনার করণীয় কী ?
 - **সমাধান:** মুখগহ্বরের মডেল দেখিয়ে উচ্চারণ স্থান ব্যাখ্যা করা বা শব্দের সঠিক সুর ও ধ্বনি শনাক্তকরণের মাধ্যমে অনুশীলন করানো।
- **উচ্চারণ শিখনের সক্রিয় পদ্ধতি:** উচ্চারণ শেখানোর জন্য ‘বৈসাদৃশ্যমূলক জোড়’ (Minimal pairs)-এর মাধ্যমে বিশদ বর্ণনা সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি।
- **স্বরভঙ্গি (Pitch/Intonation):** পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে "স্বরভঙ্গি আসলে কী?" উত্তর হলো— এটি হলো **সুরের উচ্চতার মাত্রা বা পিচ (Pitch)**-এর ভিন্নতা।
- **ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম:** একটি ভাষার গ্রহণযোগ্য শব্দ সমন্বয়গুলো তার **ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological)** নিয়মে সুনির্দিষ্ট থাকে।

বিগত বছর ও মক টেস্টের আদলে কিছু প্রশ্ন-উত্তর (PYQ Examples):

- **প্রশ্ন ১ (ধ্বনিতত্ত্ব ও পেডাগজি - CTET):** একজন শিক্ষক লক্ষ্য করলেন দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু শিক্ষার্থী কয়েকটি ধ্বনি উচ্চারণে অসুবিধা রয়েছে। শিক্ষার্থীর এই অসুবিধা দূর করার ক্ষেত্রে নিচের কোন পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ?
 - (A) মানুষের মুখগহ্বরের একটি ছাঁচ (Model) ব্যবহার করে উচ্চারণ স্থান ব্যাখ্যা করা।
 - (B) শিক্ষার্থীদের বারবার কানে আঙুল দিয়ে শব্দ শুনতে বলা।
 - (C) ভুল উচ্চারণের জন্য মৃদু শাস্তি দেওয়া।
 - (D) শ্রেণিকক্ষে কেবল লিখিত পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া।
 - **সঠিক উত্তর: (A)**
- **প্রশ্ন ২ (ব্যাকরণ - WB TET/JHTET):** নিচের কোনটি ‘তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনি’-র সঠিক উদাহরণ ?
 - (A) র (B) ল (C) ড় (D) শ, ষ, স
 - **সঠিক উত্তর: (C) ড়, ঢ়** (যেখানে ‘র’ হলো কম্পিত এবং ‘ল’ হলো পার্শ্বিক ধ্বনি)।
- **প্রশ্ন ৩ (ধ্বনিতত্ত্ব - CTET):** ‘স্বরভঙ্গি’ (Intonation) মূলত নিচের কোনটির ভিন্নতাকে নির্দেশ করে ?
 - (A) কথা বলার গতি (B) সুরের উচ্চতার মাত্রা (Pitch)
 - (C) বাতাসের প্রবাহ (D) অক্ষরের সংখ্যা
 - **সঠিক উত্তর: (B)**

অধ্যায় ১: ভাষা অর্জন এবং ভাষা শিখন (Language Acquisition and Language Learning)

১. ভাষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, উপাদান এবং মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্ব (Concept, Nature, Components of Language and Significance of Mother Tongue)

১.১ ভাষা কী? (What is Language?)

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী ও গতিশীল সামাজিক মাধ্যম। শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের বাক্যন্ত্রের (Vocal Organs - যেমন কণ্ঠনালী, জিহ্বা, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও নাসিকা) সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যখন কোনো নির্দিষ্ট জনসমাজে পারস্পরিক ভাব ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে ভাষা বলা হয়।

ভাষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের মতে, ভাষা কোনো স্থির বা নিশ্চল উপাদান নয়; এটি সমাজ-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার সাথে পরিবর্তনশীল। মানুষের চেতনা, অবচেতন মনের গভীর অনুভূতি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়।

ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Language):

- **যদুচ্ছাচারিতা (Arbitrariness):** ভাষা প্রতীকের সাথে বাস্তব বস্তুর বা ধারণার কোনো সরাসরি বা প্রাকৃতিক সম্পর্ক থাকে না। এটি সম্পূর্ণ সামাজিক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন— আমরা যাকে 'জল' বলি, ইংরেজিতে তাকে 'Water' বলা হয়; জল শব্দের মূল ধ্বনির সাথে তরল বস্তুটির প্রাকৃতিক কোনো মিল নেই।
- **সৃজনশীলতা বা উৎপাদনশীলতা (Productivity/Creativity):** ভাষার ব্যাকরণগত সীমিত সংখ্যক নিয়ম ও প্রতীক ব্যবহার করে মানুষ অগণিত ও সম্পূর্ণ নতুন বাক্য তৈরি করতে পারে, যা সে আগে কখনো শোনেনি।
- **স্থানচ্যুতি (Displacement):** ভাষার সাহায্যে মানুষ কেবল বর্তমানের বিষয় নয়, বরং অতীত, ভবিষ্যৎ এবং অবাস্তব বা কাল্পনিক বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারে।
- **সাংস্কৃতিক সঞ্চারণ (Cultural Transmission):** ভাষা কোনো জন্মগত বা জিনগত বিষয় নয়; এটি সংস্কৃতির মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়।

১.২ ভাষার মৌলিক উপাদানসমূহ (Fundamental Components of Language)

ভাষার ব্যাকরণগত ও ব্যবহারিক কাঠামো মূলত পাঁচটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়:

- ✓ **১. ধ্বনিমূল বা ধ্বনি (Phoneme):** এটি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম শ্রুতিগ্রাহ্য এবং উচ্চারণগত একক, যা শব্দের অর্থগত পার্থক্য তৈরি করতে পারে। যেমন— বাংলা ভাষায় 'ক', 'খ', 'প' বা ইংরেজি ভাষায় /p/, /b/, /t/। এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এরা অন্য ধ্বনির সাথে বসে অর্থের পরিবর্তন ঘটায় (যেমন— 'কাল' এবং 'খাল')।
- ✓ **২. সহধ্বনি (Allophone):** একই ধ্বনিমূলের যখন ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারিত রূপ বাস্তব শব্দে প্রকাশ পায়, তখন তাদের সহধ্বনি বলা হয়।
- ✓ **৩. রূপিম বা শব্দমূল (Morpheme):** এটি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। এটি এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে এবং এটি ভাষার মৌলিক অর্থ বহন করে। রূপিম দুই প্রকার— স্বাধীন রূপিম (Free Morpheme - যেমন: 'বই', 'ঘর') যা নিজে একাই ব্যবহৃত হতে পারে, এবং পরাধীন রূপিম (Bound Morpheme - যেমন: 'গুলি', 'রা') যা অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে।
- ✓ **৪. শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics):** এটি হলো শব্দের অর্থ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণের বিজ্ঞান। একটি বাক্য ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও শব্দার্থতত্ত্ব অনুযায়ী তা অর্থহীন হতে পারে (যেমন— "নদীটি আগুনে জ্বলছে" বাক্যটি ব্যাকরণসম্মত হলেও শব্দার্থতত্ত্ব অনুযায়ী অবাস্তব)।
- ✓ **৫. বাক্যতত্ত্ব (Syntax):** বাক্য গঠনের নিয়মাবলী। ব্যাকরণগতভাবে কীভাবে শব্দসমূহ সুনির্দিষ্ট নিয়মে সাজিয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করা যায়, তা বাক্যতত্ত্ব নির্ধারণ করে। যেমন— বাংলায় কর্তার পর কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া বসে (Subject-Object-Verb)।
- ✓ **৬. ব্যবহারিক প্রয়োগ বা প্রাগম্যাটিক্স (Pragmatics):** বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতিতে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, স্থান ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভাষার উপযুক্ত ও সামাজিক নিয়ম মেনে ব্যবহার করার ব্যবহারিক দক্ষতা। উদাহরণস্বরূপ— একজন শিক্ষকের সাথে কথা বলার সময় এবং সমবয়সী বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে, তা প্রাগম্যাটিক্স নির্ধারণ করে।

১.৩ মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য (Need and Objectives of Mother Tongue Education)

মাতৃভাষা কেবল একটি পাঠ্যবিষয় বা যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি শিশুর অস্তিত্ব রক্ষা, মানসিক বিকাশ ও সামাজিকীকরণের মূল চালিকাশক্তি। ক-বিভাগ ও প্রাথমিক পেডাগজি অনুসারে এর গুরুত্ব অপরিসীম:

- **সুষ্ঠু আত্মবিকাশ (Self-Development):** মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তি ও সামগ্রিক মেধার সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। শিশু মাতৃভাষায় যত সহজে ও গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে, অন্য কোনো ভাষায় তা পারে না।
- **সামাজিক ও মানসিক বন্ধন (Social & Emotional Bonding):** শিশু মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার পরিবার, সমাজ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড় বন্ধন গড়ে তোলে। এটি তাকে সমাজ উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- **ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি (Personality and Values):** শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং বিচারবুদ্ধি গঠনে মাতৃভাষা সবচেয়ে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- **কল্পনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ (Development of Imagination and Creativity):** শিশুর স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল সাহিত্যিক কর্মের বিকাশ কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।
- **অন্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা (Respect for Other Languages):** নিজের মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে শিশু অন্য কোনো সংস্কৃতির বা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব (Mother Tongue as a Medium of Instruction):

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) এবং NCF-FS অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা অবশ্যই শিশুর মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় হতে হবে, যাতে শিশুর মৌলিক ধারণা গঠন অত্যন্ত সহজ ও আনন্দদায়ক হয়।

২. ভাষা অর্জন (Language Acquisition) - গভীর বিশ্লেষণ

২.১ ভাষা আত্মীকরণ বা অর্জনের ধারণা (Concept of Language Acquisition)

ভাষা অর্জন বা আত্মীকরণ (Language Acquisition) হলো একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, অনানুষ্ঠানিক, প্রাকৃতিক এবং অবচেতন বা অচেতন মানসিক প্রক্রিয়া (Natural, Spontaneous, Informal, and Subconscious/Unconscious Process)।

আমেরিকান ভাষাবিদ স্টিফেন ক্রাশেন (Stephen Krashen) একে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: 'The unconscious imbibing of language' অর্থাৎ কোনো সচেতন প্রয়াস ছাড়াই শিশু যেভাবে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে ভাষাকে নিজের মনের গভীরে শুষে নেয়।

শিশু কোনো ব্যাকরণের কঠিন নিয়ম মুখস্থ না করে, কোনো প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা বিদ্যালয়ে না গিয়ে কেবল পরিবেশ, পরিবার, খেলার মাঠ ও সমাজের সংস্পর্শে এসে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে যে ভাষা নিজের অজান্তে আয়ত্ত করে, তা-ই হলো ভাষা অর্জন। সাধারণত শিশুর প্রথম ভাষা (First Language - L1) বা মাতৃভাষা (Mother Tongue) অর্জনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে।

২.২ ভাষা অর্জনের প্রধান মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Characteristics of Language Acquisition)

- **অবচেতন প্রক্রিয়া (Subconscious Process):** শিশু যখন ভাষা আয়ত্ত করে, তখন সে ব্যাকরণের জটিল নিয়মাবলী বা ভাষা শেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকে। সে কেবল ভাব প্রকাশের তাগিদে অবচেতনভাবেই বাক্য তৈরি করতে শুরু করে।
- **অনানুষ্ঠানিক পরিবেশ (Informal Setting):** এর জন্য কোনো কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষ, সিলেবাস, পরীক্ষা বা নির্দিষ্ট শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। মা-বাবা ও সমাজের মানুষের মুখে কথা শুনতে শুনতে শিশু প্রাকৃতিকভাবে ভাষা অর্জন করে।
- **যোগাযোগ ও অর্থের অগ্রাধিকার (Emphasis on Communication and Meaning):** এখানে ব্যাকরণগত নির্ভুলতার (Accuracy) চেয়ে যোগাযোগের সাবলীলতা (Fluency) এবং মনের ভাব প্রকাশ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিশু নিজের অজান্তেই ভাষার অর্থ গঠন করে।
- **সহজাত ক্ষমতা ও জৈবিক ভিত্তি (Innate Capacity & Biological Base):** মানুষের মস্তিষ্ক জন্মগতভাবেই ভাষা অর্জনের এক অনন্য জৈবিক ক্ষমতার অধিকারী, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না।

৩. নোয়াম চমস্কির সহজাতবাদী তত্ত্ব (Noam Chomsky's Theory of Language Acquisition)

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) শিশুর ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক আচরণবাদী তত্ত্বকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রজ্ঞাবাদী বা সহজাতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেন। তাঁর তত্ত্বের মূল স্তম্ভসমূহ নিম্নরূপ:

[পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত ভাষা (Input)] → [LAD / Universal Grammar (UG)] → [স্বয়ংক্রিয় ব্যাকরণ গঠন ও নতুন বাক্য উৎপাদন (Output)]

- **সহজাত ক্ষমতা (Innate Capacity / Language Faculty):** চমস্কির মতে, মানবশিশু কোনো শূন্য পাত্র বা 'ট্যাবুলা রাসা' (Tabula Rasa) হিসেবে জন্মায় না। শিশুর মস্তিষ্ক জন্ম থেকেই ভাষা শিক্ষার এক অনন্য সহজাত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে।
- **LAD (Language Acquisition Device) বা ভাষা গ্রহণ যন্ত্র:** চমস্কি প্রস্তাব করেন যে, শিশুর মস্তিষ্কে একটি জন্মগত মানসিক কাঠামো বা কাল্পনিক যন্ত্র থাকে, যাকে তিনি Language Acquisition Device (LAD) বা Language Acquisition System (LAS) বলেছেন। এই ডিভাইসটি শিশুর শৈশবকালে (বিশেষ করে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত) অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং পরিবেশ থেকে শোনা ভাষাগত তথ্য বিশ্লেষণ করে শিশুর অবচেতন মনে ভাষার নিয়ম তৈরি করতে সাহায্য করে।
- **Universal Grammar (UG) বা সর্বজনীন ব্যাকরণ:** চমস্কির মতে, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার কাঠামোর অন্তরালে কিছু মৌলিক সাধারণ নিয়ম রয়েছে, যা মানুষের মস্তিষ্কে জন্মগতভাবেই নকশা করা থাকে। একেই তিনি Universal Grammar (UG) বা সর্বজনীন ব্যাকরণ বলেছেন। শিশু যখন পরিবেশ থেকে কোনো খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ ভাষা শোনে, তখন এই জন্মগত সর্বজনীন ব্যাকরণের সাহায্যেই সে ভাষার সম্পূর্ণ নিয়মটি অতি দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলে। চমস্কি একে 'Poverty of the Stimulus' (উদ্দীপকের দারিদ্র্য) যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন—যার অর্থ, শিশু পরিবেশ থেকে যতটুকু ভাষা শোনে, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও নতুন বাক্য সে নিজে উৎপাদন করতে পারে।
- **গভীর কাঠামো বনাম উপরিগত কাঠামো (Deep Structure vs. Surface Structure):**
 - **উপরিগত কাঠামো (Surface Structure):** এটি হলো বাক্যের বাহ্যিক উচ্চারিত রূপ বা ধ্বনিরূপ (যা আমরা কান দিয়ে শুনি বা চোখে পড়ি)।
 - **গভীর কাঠামো (Deep Structure):** এটি হলো বাক্যের অন্তরালে থাকা মূল অর্থ বা ভাব যা মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়। চমস্কির মতে, শিশুরা প্রথমে গভীর কাঠামোটি বোঝে এবং মস্তিষ্কের ব্যাকরণের সাহায্যে তা উপরিগত কাঠামোতে রূপান্তর করে প্রকাশ করে।
- **Competence (ভাষাগত সামর্থ্য) বনাম Performance (ভাষাগত সম্পাদন):**
 - **Competence (ভাষাগত সামর্থ্য):** কোনো ভাষার ব্যাকরণ ও নিয়মাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অবচেতন মনের অভ্যন্তরীণ গভীর জ্ঞান।
 - **Performance (ভাষাগত সম্পাদন):** বাস্তব পরিস্থিতিতে সেই ভাষাগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কথা বলা বা লেখার ব্যবহারিক রূপ। অনেক সময় ক্লাস্তি বা উত্তেজনার কারণে আমাদের সম্পাদনে ভুল হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যে ঘাটতি রয়েছে।

৪. প্রথম ভাষা অর্জনের বিভিন্ন পর্যায় (Stages of First Language Acquisition)

ভাষাবিজ্ঞানী ও শিশু মনোবিদদের (যেমন— পবিত্র সরকার, জিন এইচিসন বা Jean Aitchison, এবং ডেভিড ম্যাকনিল বা David McNeil) গভীর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, একটি শিশু জন্মের পর থেকে ধাপে ধাপে মানসিকভাবে বিকশিত হয়ে মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। এই স্তরগুলির বিশদ বিবরণ নিচে ক্রমানুসারে দেওয়া হলো:

জন্মলগ্ন —> কান্না (Crying)

৬ সপ্তাহ —> কুয়িং (Cooing - স্বরধ্বনিসদৃশ গুঞ্জন)

৬ মাস —> কলধ্বনি (Babbling - স্বর ও ব্যঞ্জননের মিশ্রণ)

৮ মাস —> স্বরভঙ্গি (Intonation - কথার সুর অনুকরণ)

১ বছর —> এক-শব্দ পর্ব (Holophrastic Stage - এক শব্দে পূর্ণ বাক্য)

১.৫ বছর —> দ্বি-শব্দ / টেলিগ্রাফিক বাচন (Telegraphic Speech - Pivot/Open Grammar)

৫ বছর —> জটিল বাক্য গঠন (Complex Sentences - স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকরণ)

১০ বছর —> পরিণত ভাষা দক্ষতা (Advanced Language Competence)

১. কান্না (Crying - জন্মলগ্ন থেকে): মানবশিশুর প্রথম স্বর প্রকাশ ঘটে কান্নার মাধ্যমে। এটি ভাষার প্রথম রূপহীন বা অসংগঠিত প্রকাশ, যার মাধ্যমে শিশু তার শারীরিক অস্বস্তি বা ক্ষুধা প্রকাশ করে।

২. কুয়িং (Cooing - সাধারণত ৬ সপ্তাহ বা দেড় মাস বয়সে): এই স্তরে শিশু গলার পিছন থেকে কিছু স্বরধ্বনির মতো নরম ও মিষ্টি সুর তৈরি করে (যেমন: 'উ', 'কু', 'গা-গা')। একে কুয়িং বলা হয়।

৩. কলধ্বনি বা বাবলিং (Babbling - সাধারণত ৬ মাস বয়সে): এই স্তরে শিশু স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে একাক্ষর বিশিষ্ট অর্থহীন ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করতে থাকে (যেমন: 'দা-দা', 'মা-মা', 'পা-পা')। একে কলধ্বনি বা বাবলিং বলে। এই স্তরেই শিশুর বাচনেন্দ্রিয় বা বাগযন্ত্রের পেশিগুলি কথা বলার জন্য প্রথম প্রস্তুত হতে শুরু করে।

৪. কথার সুর বা স্বরভঙ্গি (Intonation - সাধারণত ৮ থেকে ১০ মাস বয়সে): শিশু তার কলধ্বনির সাথে বিভিন্ন সুরের উচ্চতার মাত্রা ও স্বরভঙ্গি (Pitch & Rhythm) যুক্ত করে। এটি শুনতে অনেকটা প্রাপ্তবয়স্কদের কথার সুরের অনুকরণের মতো শোনায, যদিও শব্দগুলোর কোনো স্পষ্ট অর্থ থাকে না।

৫. এক-শব্দ পর্ব বা হোলোফ্রাস্টিক স্তর (Holophrastic Stage - সাধারণত ১ বছর বা ১২ মাস বয়সে): এই স্তরে শিশু একটিমাত্র অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে এবং সেই একটি শব্দ দিয়েই পুরো একটি বাক্যের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। যেমন— শিশু যখন বলে "জল", তখন তার অর্থ পরিস্থিতি অনুযায়ী হতে পারে "আমি জল খাব" অথবা "আমার পায়ে জল লেগেছে"।

৬. দ্বি-শব্দ পর্ব বা টেলিগ্রাফিক লিখন (Telegraphic Speech - সাধারণত ১৮ থেকে ২৪ মাস বা ১.৫ থেকে ২ বছর বয়সে): শিশু দুটি শব্দ জোড়া দিয়ে ছোট ছোট সহজ সরল বাক্য তৈরি করে কথা বলতে শুরু করে (যেমন: "বাবা গাড়ি", "মা যাও", "দুধ খাব")। এই স্তরে ব্যাকরণগত সংযোজক অব্যয় বা বিভক্তি থাকে না বলে একে টেলিগ্রাফিক বাচন বলা হয়। ভাষাবিদ মার্টিন ব্রেইন (Martin Braine)-এর মতে, এই স্তরের শিশুদের বাক্য গঠনে একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাকরণ দেখা যায়, যাকে পিভট ব্যাকরণ (Pivot Grammar) বলা হয়:

- **পিভট শব্দ (Pivot Words):** বাক্য গঠনে যে সীমিত সংখ্যক শব্দ নোঙ্গরের মতো স্থির থাকে এবং বারবার ব্যবহৃত হয়। যেমন— 'যাও', 'দাও', 'আমার'।
- **মুক্ত শব্দ (Open Class Words):** পরিবর্তনশীল বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ, যার সংখ্যা অগণিত। যেমন— 'ভাত', 'বল', 'বাবা', 'গাড়ি'। শিশু এই দুই শ্রেণির শব্দ মেলাতে শুরু করে (যেমন: [মুক্ত শব্দ] + [পিভট শব্দ] = "ভাত দাও", "বাবা যাও")।

৭. জটিল বাক্য গঠন (Complex Sentences - সাধারণত ৫ বছর বয়সে): শিশুরা ব্যাকরণগতভাবে জটিল ও দীর্ঘ বাক্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারে। তারা এই বয়সে চমৎকারভাবে নিজের কল্পনার জগৎ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে।

৮. পরিণত ভাষা দক্ষতা (Advanced Language Competence - সাধারণত ১০ বছর বয়সে): এই বয়সে শিশুর ভাষার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য চলে আসে। প্রমিত মান্য ভাষার জটিল প্রকাশভঙ্গি ও লিখিত রূপ সে দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করে ফেলে।

৫. দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তকরণের পর্যায়সমূহ (Stephen Krashen's Second Language Acquisition Theory)

স্টিফেন ক্রাশেন তাঁর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের তত্ত্বে প্রস্তাব করেছেন যে, একজন দ্বিতীয় ভাষা (Second Language - L2) বা বিদেশি ভাষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থী মূলত পাঁচটি সুনির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়:

১. নীরবতার পর্ব (Silent Period / Pre-production): এই স্তরে শিক্ষার্থী নতুন ভাষার সংস্পর্শে আসে, ভাষাটি শোনে ও বোঝার চেষ্টা করে কিন্তু নিজে মুখে কিছু বলতে পারে না। একে 'নীরব পর্ব' বলা হয়। শিক্ষকের উচিত এই স্তরে শিক্ষার্থীর উপর কথা বলার জন্য জোর না দিয়ে তাকে বেশি করে ভাষার সংস্পর্শ (Input) দেওয়া।

২. উৎপাদনের সূচনা (Early Production): শিক্ষার্থী খুব ছোট ছোট একক শব্দ বা দুই-একটি শব্দের ফ্রেজ (যেমন: "Yes", "No", "Thank you", "জল") ব্যবহার করা শুরু করে। তার শব্দভাণ্ডার এই স্তরে খুবই সীমিত থাকে (প্রায় ১০০০ শব্দ)।

৩. বাক্য গঠন পর্ব (Speech Emergence): শিক্ষার্থী ছোট ছোট সহজ সরল বাক্য নিজের মতো করে তৈরি করে কথা বলতে শুরু করে, যদিও তাতে ব্যাকরণ ও বানানের প্রচুর ভুল থাকে। সে বাস্তব প্রয়োজনে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

৪. অন্তর্বর্তী ভাষা দক্ষতা (Intermediate Fluency): এই স্তরে শিক্ষার্থী জটিল বাক্য গঠন করতে পারে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং তার সাবলীলতা (Fluency) ও আত্মবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পায়। তার ব্যাকরণগত ত্রুটি অনেক কমে আসে।

৫. অধিক ভাষা দক্ষতা (Advanced Fluency): শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ভাষায় সম্পূর্ণ সাবলীল ও নির্ভুলভাবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো তার একাডেমিক চিন্তাভাবনা ও জটিল সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

৬. ভাষা শিখন (Language Learning) - গভীর বিশ্লেষণ

৬.১ ভাষা শিখনের ধারণা (Concept of Language Learning)

- ভাষা শিখন (Language Learning) হলো একটি সচেতন, প্রয়াসসাধ্য, বিধিবদ্ধ এবং প্রথাগত প্রক্রিয়া (Conscious, Effortful, Systematic, and Formal Process)।
- যখন কোনো শিক্ষার্থী সচেতনভাবে কোনো ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাবলী, নিয়ম-কানুন, শব্দভাণ্ডার, লেখার শৈলী এবং বানান সচেতনভাবে শ্রেণিকক্ষে বসে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখে, তখন তাকে ভাষা শিখন বলে।
- দ্বিতীয় ভাষা (L2) বা কোনো বিদেশি ভাষা (Foreign Language) শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সচেতন শিখন প্রক্রিয়াটি কাজ করে।

৬.২ শিখনের প্রধান মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Psychological Characteristics of Learning)

- উদ্দেশ্যমুখী ও চাহিদানির্ভর (Goal-oriented & Need-based):** শিখন সবসময় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষা শেখার তীব্র চাহিদা বা প্রেরণা থাকলে শিখন ফলপ্রসূ হয়।
- স্থায়ী আচরণগত পরিবর্তন (Permanent Change in Behavior):** শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। সাময়িক বা ক্লাস্তিজাত পরিবর্তন শিখন নয়।
- সচেতন ও প্রয়াসসাধ্য (Conscious & Effortful):** শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে ভাষার কাঠামো অনুশীলন করতে হয় এবং শিক্ষক এখানে প্রত্যক্ষ নির্দেশক ও নিয়ামক হিসেবে কাজ করেন।
- অনুশীলনসাপেক্ষ (Requires Practice):** থর্নডাইকের মতে, বারবার অনুশীলন এবং ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিখন মজবুত হয়।
- শিখনের হার ও অধিত্যকা (Learning Curve & Plateau):** শিখনের গতি সব সময় সমান থাকে না। শুরুতে দ্রুত উন্নতি হলেও মাঝে মাঝে উন্নতির গতি সাময়িকভাবে একদম থমকে যায়। একে শিখনের অধিত্যকা (Learning Plateau) বলা হয়। এটি শিখনের একটি স্বাভাবিক স্তর, যা ক্লাস্তি, একঘেয়েমি বা কঠিন ধারণার কারণে তৈরি হতে পারে।

৬.৩ শিখনের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (Psychological Theories of Learning)

১. আচরণবাদী মতবাদ (Behaviorist Theory of Language Learning)

আচরণবাদীদের মতে, ভাষা শিখন হলো উদ্দীপক (Stimulus) ও প্রতিক্রিয়ার (Response) সংযোগ এবং যান্ত্রিক অভ্যাসের মাধ্যমে গঠিত একটি আচরণ (Habit Formation)। শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে ভাষা শেখে।

- আইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov) - ক্লাসিক্যাল বা প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব:** প্যাভলভ তাঁর প্রাচীন অনুবর্তন (Classical Conditioning) তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও কৃত্রিম উদ্দীপকের অনুষঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করা যায়। ভাষা ক্লাসে এর প্রয়োগ অসাধারণ। যেমন— কোনো ছোট শিশুকে বারবার কোনো বাস্তব বস্তু দেখানোর সাথে সাথে তার নামটি উচ্চারণ করলে (অনুষঙ্গ স্থাপন), একসময় শিশুটি শুধু সেই নামটি শুনেই বাস্তব বস্তুটির মানসিক ধারণা তৈরি করতে পারে। এটি ভাষা শিখনের প্রাথমিক ভিত্তি।
- বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner) - অপারেট অনুবর্তন তত্ত্ব:** স্কিনারের মতে, শিশু-বড়দের কথা অনুকরণ করে। যখন শিশু কোনো শব্দ বা বাক্য সঠিকভাবে উচ্চারণ বা অনুকরণ করে, তখন তাকে প্রশংসা, হাততালি বা চকোলেটের মতো ইতিবাচক অনুবর্তন (Positive Reinforcement) দেওয়া হয়। এই ইতিবাচক অনুবর্তনের ফলে শিশুর সেই আচরণটি পুনরায় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং এভাবেই ভাষার অভ্যাস গঠিত হয়।
- এডওয়ার্ড থর্নডাইক (Edward Thorndike) - প্রচেষ্টা ও ভুল তত্ত্ব:** থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল তত্ত্ব (Trial & Error Theory)-এর ৩টি মূল নীতি ভাষা শিখনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:
 - প্রস্তুতির নিয়ম (Law of Readiness):** শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলে শিখন সম্ভব নয়।
 - অনুশীলনের নিয়ম (Law of Exercise):** ব্যবহারের নিয়ম (Law of Use) অনুযায়ী বারবার অনুশীলনে শিখন দৃঢ় হয় এবং অব্যবহারের নিয়ম (Law of Disuse) অনুযায়ী অনুশীলন ছেড়ে দিলে তা দুর্বল হয়ে যায়।
 - ফললাভের নিয়ম (Law of Effect):** শিখনের ফলাফল যদি শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দদায়ক বা সন্তোষজনক হয়, তবে শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়।

২. জ্ঞানমূলক বা প্রজ্ঞাবাদী মতবাদ (Cognitive Theory of Language Learning)

এই মতবাদ অনুযায়ী ভাষা কেবল যান্ত্রিক অভ্যাস গঠন নয়; এটি মানুষের গভীর জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া, চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির বহিঃপ্রকাশ।

- জিন পিয়াজেঁ (Jean Piaget) - জ্ঞানীয় তত্ত্ব:** পিয়াজেঁর মতে, ভাষার বিকাশ শিশুর সামগ্রিক জ্ঞানীয় বিকাশের (Cognitive Development) ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিশুর মস্তিষ্কে প্রথমে চিন্তা বা ধারণার জন্ম হয়, পরে তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (Thought precedes Language)। পিয়াজেঁর তত্ত্বের মূল শব্দসমূহ:
 - স্কিমা (Schema):** প্রজ্ঞার একক বা যেকোনো মুহূর্তে অর্জিত তথ্যের সুসংগঠিত ভাণ্ডার।
 - আত্মীকরণ (Assimilation):** নতুন কোনো তথ্য বা অভিজ্ঞতাকে পূর্ববর্তী স্কিমার সাথে যুক্ত করা।
 - সহযোজন বা সহযোজনকরণ (Accommodation):** নতুন তথ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী স্কিমাকে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা।
 - সাম্যাবস্থা (Equilibration):** আত্মীকরণ ও সহযোজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।
- পিয়াজেঁর জ্ঞানীয় বিকাশের স্তর ও ভাষার ভূমিকা:**
 - Sensorimotor Stage (সংবেদন-সঞ্চালনমূলক স্তর: ০-২ বছর):** শিশু ইন্দ্রিয় ও পেশির সাহায্যে বিশ্বকে বোঝে। এই স্তরে টেলিগ্রাফিক বাচন শুরু হয়।
 - Pre-operational Stage (প্রাক-সক্রিয়তার স্তর: ২-৭ বছর):** শিশুর মধ্যে প্রতীকী চিন্তার বিকাশ ঘটে। এই স্তরে ভাষা অত্যন্ত দ্রুত বিকশিত হয়। শিশু মনে করে সবাই তার মতোই চিন্তা করছে, যাকে তিনি অহংকেন্দ্রিক বাচন (Egocentric Speech) বলেছেন।

- *Concrete Operational Stage* (মূর্ত সক্রিয়তার স্তর: ৭-১১ বছর): শিশু বাস্তব বস্তুর প্রেক্ষিতে যৌক্তিক চিন্তা করতে পারে এবং তার অহংকেন্দ্রিক বাচন সামাজিকীকৃত বাচনে (Socialized Speech) রূপান্তরিত হয়।
- *Formal Operational Stage* (যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর: ১১+ বছর): শিশু বিমূর্ত ও অনুমানমূলক চিন্তা করতে পারে এবং ভাষার জটিল সাহিত্যিক রূপ বুঝতে সক্ষম হয়।

৩. সামাজিক নির্মিতবাদ (Social Constructivism - Lev Vygotsky)

- **লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky):** ভাইগটস্কির মতে, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে গভীর সংযোগের বা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction)-এর মাধ্যমেই শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে। ভাষা কেবল চিন্তার বাহন নয়, এটি চিন্তা গঠনের প্রধান হাতিয়ার। ভাইগটস্কির মতে, প্রথম দিকে ভাষা ও চিন্তা আলাদা থাকলেও প্রায় ৩ বছর বয়সে তারা পরস্পর মিলেমিশে যায়।
- **ZPD (Zone of Proximal Development - সমীপস্থ বিকাশের সীমা):** শিক্ষার্থীর নিজে নিজে স্বাধীনভাবে কোনো সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা এবং কোনো দক্ষ শিক্ষক বা বড়দের সহায়তায় সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতার মধ্যবর্তী দূরত্ব বা ক্ষেত্রটিকে ZPD বলা হয়।
- **Scaffolding (মাচান বা ভাড়া বাঁধা):** শিশু যখন কোনো নতুন ভাষা বা জটিল সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আটকে যায়, তখন শিক্ষক, অভিভাবক বা দক্ষ সহপাঠী (MKO - More Knowledgeable Other) তাকে যে সাময়িক কিন্তু সংকেতপূর্ণ সাহায্য প্রদান করে, তাকে Scaffolding বলে।
- **Private Speech (স্বগতোক্তি):** শিশুর নিজের কাজকে নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশিত ও পরিকল্পনা করার জন্য নিজে নিজে একা একা জোরে জোরে কথা বলে। ভাইগটস্কির মতে, এই স্বগতোক্তি শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশে ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি পরবর্তীতে ৭ বছর বয়সের দিকে মনে মনে কথা বলা বা Inner Speech-এ রূপান্তরিত হয়।

৭. স্টিফেন ক্রাশেনের দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তীকরণের ৫টি হাইপোথিসিস (Stephen Krashen's 5 Hypotheses)

আমেরিকান ভাষাবিদ ও পেডাগজিস্ট স্টিফেন ক্রাশেন (Stephen Krashen) দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রবর্তন করেছেন, যা পাঁচটি প্রধান হাইপোথিসিস বা অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

[ইনপুট (i+1)] → [আবেগীয় ছাকনি (Affective Filter)] → [LAD] → [অর্জিত সামর্থ্য] ← [শিখনের মনিটর]

১. দ্য একুইজিশন-লার্নিং হাইপোথিসিস (The Acquisition-Learning Hypothesis):

ক্রাশেনের মতে, ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে 'অর্জন' (Acquisition) এবং 'শিখন' (Learning) দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন পথ।

- **অর্জন** হলো একটি অবচেতন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যা ভাষার বাস্তব ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়।
- **শিখন** হলো ব্যাকরণের নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন। ক্রাশেনের মতে, অবচেতন মনের অর্জিত জ্ঞানই বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিনিময় ও সাবলীলতা তৈরি করে; সচেতন শিখন তা করতে পারে না।

২. দ্য মনিটর হাইপোথিসিস (The Monitor Hypothesis):

এই অনুমানটি ব্যাখ্যা করে কীভাবে আমাদের সচেতন 'শিখন' আমাদের অবচেতন মনের 'অর্জিত' ভাষাকে সংশোধন করে।

- বাস্তব কথাবার্তায় আমাদের অবচেতন মনের অর্জিত ভাষাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাক্য উৎপাদন করে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ব্যাকরণগত নিয়মাবলী কেবল আমাদের উচ্চারিত বা লিখিত বাক্যকে পরীক্ষা করে এবং ব্যাকরণের ভুলগুলি সংশোধন করে একটি 'মনিটর' (Monitor) বা এডিটর হিসেবে কাজ করে।
- **মনিটরের ব্যবহারের প্রকারভেদ:**
 - *Over-users:* যারা ব্যাকরণ নিয়ে অতি মাত্রায় সচেতন থাকে এবং ভুলের ভয়ে কথা বলা থামিয়ে দেয় (সাবলীলতা নষ্ট হয়)।
 - *Under-users:* যারা ব্যাকরণের নিয়মের তোয়াক্কা না করে কেবল সাবলীলতার ওপর জোর দেয় (নির্ভুলতা নষ্ট হয়)।
 - *Optimal users:* যারা পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্য বজায় রেখে মনিটরের সঠিক ব্যবহার করে।

৩. দ্য ন্যাচারাল অর্ডার হাইপোথিসিস (The Natural Order Hypothesis):

এই অনুমান অনুযায়ী, যেকোনো শিশুর ক্ষেত্রে ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামোগুলো একটি সুনির্দিষ্ট এবং পূর্বনির্ধারিত স্বাভাবিক নিয়মে অর্জিত হয়।

- এই স্বাভাবিক ক্রমটি আগে থেকে জোর করে পরিবর্তন করা যায় না।
- উদাহরণস্বরূপ— ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে শিশুরা পাস্ট টেন্সের নিয়মের চেয়ে বহুবচনের 's/es' ব্যবহারের নিয়ম স্বাভাবিক নিয়মেই আগে আয়ত্ত করে নেয়।

৪. দ্য ইনপুট হাইপোথিসিস (The Input Hypothesis - i+1):

ক্রাশেনের এই অনুমানটি পেডাগজির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি উত্তর দেয় কীভাবে একজন শিক্ষার্থী একটি নতুন ভাষা অর্জন করে।

- শিক্ষার্থী তখনই নতুন ভাষা অর্জন করে যখন তাকে তার বর্তমান ভাষা স্তরের চেয়ে সামান্য উন্নত এবং বোধগম্য ভাষা সংস্পর্শ বা ইনপুট দেওয়া হয়।
- যদি শিক্ষার্থীর বর্তমান ভাষার স্তর হয় *i*, তবে তাকে অবশ্যই *i+1* স্তরের ইনপুট দিতে হবে।
- এই ইনপুট অবশ্যই **বোধগম্য ইনপুট (Comprehensible Input)** হতে হবে, যা ছবি, বাস্তব বস্তু (Realia) এবং অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সহজে অনুধাবন করা যায়।

৫. দ্য এফেক্টিভ ফিল্টার হাইপোথিসিস (The Affective Filter Hypothesis):

এই হাইপোথিসিসটি ব্যাখ্যা করে কেন অনেক সময় পর্যাপ্ত ইনপুট ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা ভাষা অর্জন করতে পারে না।

- শিক্ষার্থীর মানসিক আবেগীয় উপাদানসমূহ (যেমন— ভয়, উচ্চ উদ্বেগ বা Anxiety, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং অনুপ্রেরণার ঘাটতি) একটি অদৃশ্য মানসিক ছাকনি বা বাধা (Affective Filter) হিসেবে কাজ করে।
- যদি এফেক্টিভ ফিল্টার **উচ্চ (High)** থাকে, তবে বোধগম্য ইনপুট থাকা সত্ত্বেও তা শিশুর মস্তিষ্কের ভাষা গ্রহণ ডিভাইস (LAD)-এ পৌঁছাতে পারে না।

- শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো ক্লাসের পরিবেশ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত, আনন্দদায়ক ও ভীতিহীন রাখা, যাতে শিশুর এফেক্টিভ ফিল্টার নিম্ন (Low) থাকে এবং সে সহজে ভাষা অর্জন করতে পারে।

৮. পেডাগজির আধুনিক ও প্রগতিশীল বিশেষ ধারণাসমূহ (Advanced Pedagogical Concepts)

- BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills - দ্বিপাক্ষিক সামাজিক ভাববিনিময় দক্ষতা):** ভাষাবিদ জিম কামিন্স (Jim Cummins)-এর মতে, দৈনন্দিন সামাজিক যোগাযোগের জন্য আমরা যে সাধারণ, অনানুষ্ঠানিক, তাৎক্ষণিক ও পরিস্থিতি-নির্ভর ভাষা ব্যবহার করি, তাকে BICS বলে। যেমন— বন্ধুদের সাথে মাঠে আড্ডা দেওয়া, ফোনে মা-বাবার সাথে কথা বলা বা রেস্টোরাঁ খাবার অর্ডার করা। এই দক্ষতা অর্জনে শিশুর সাধারণত ১ থেকে ২ বছর সময় লাগে।
- CALP (Cognitive Academic Language Proficiency - প্রজ্ঞামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা দক্ষতা):** কামিন্সের মতে, শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা, বৈজ্ঞানিক ধারণার ব্যাখ্যা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা, যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক বা জটিল একাডেমিক বিশ্লেষণ করার জন্য যে উচ্চস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ ভাষার প্রয়োজন হয়, তাকে CALP বলে। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য শিশুর প্রায় ৫ থেকে ৭ বছর নিবিড় অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।
- Translanguaging (ভাষান্তরীকরণ):** এটি হলো একটি আধুনিক ও বহুভাষিক শিক্ষামূলক পদ্ধতি যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত ভাষাগত জ্ঞানকে (যেমন মাতৃভাষা ও লক্ষ্যভাষা) একসাথে কোনো বাধা ছাড়াই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে নতুন জ্ঞান ও অর্থ তৈরি করে। একে ক্লাসরুমের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ (Resource) হিসেবে দেখা হয়।
- Total Physical Response (TPR):** জেমস অ্যাশার (James Asher)-এর এই ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষক ভাষা ব্যবহারের মৌখিক নির্দেশ দেন (যেমন: "পেনসিলটি তোলো") এবং শিক্ষার্থীরা কোনো কথা না বলে কেবল শারীরিক অঙ্গভঙ্গির বা কাজের মাধ্যমে সেই নির্দেশটি পালন করে। এটি প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শেখার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়।
- Declarative Knowledge (ঘোষণামূলক জ্ঞান):** কোনো ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাবলী, সূত্র বা কাঠামো সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে Declarative Knowledge বলে। যেমন— "সন্ধির সূত্রটি মুখস্থ বলতে পারা"।
- Procedural Knowledge (পদ্ধতিগত জ্ঞান):** ব্যাকরণের নিয়মগুলি মুখস্থ না রেখেও বাস্তব জীবনে কথাবার্তায় বা লেখায় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করার ব্যবহারিক দক্ষতাকে Procedural Knowledge বলে। পেডাগজিতে এটিই বেশি কাম্য।
- Skill Transfer (ভাষাগত দক্ষতার স্থানান্তর):** প্রথম ভাষার কোনো দক্ষতা (যেমন— বুঝে পড়ার কৌশল বা সুন্দর করে লেখার অভ্যাস) যখন দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাহায্য করে ও স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে দক্ষতার স্থানান্তর বলে।
- Overgeneralization (অতি-সাধারণীকরণ):** শিশুরা যখন ব্যাকরণের কোনো একটি সাধারণ নিয়ম শেখার পর তা সব জায়গায় ভুলভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করে। যেমন— ইংরেজিতে পাস্ট টেন্সের জন্য 'ed' যোগ করার নিয়ম শিখে 'go' এর পাস্ট টেন্স 'goed' বা 'eat' এর পাস্ট টেন্স 'eated' বলা।
- Overlearning (অতিরিক্ত শিখন):** কোনো একটি বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পরেও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির জন্য বারবার অতিরিক্ত যে অনুশীলন করা হয়, তাকে Overlearning বলে। এটি পরীক্ষার হলে দ্রুত ও সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করে।
- শিখনের অধিত্যকা (Learning Plateau):** শিখন প্রক্রিয়ায় শিখনের গতি সব সময় সমান থাকে না। শুরুতে দ্রুত উন্নতি হলেও মাঝে মাঝে উন্নতির গতি সাময়িকভাবে একদম থমকে যায়। একে শিখনের অধিত্যকা (Learning Plateau) বলা হয়। এটি শিখনের একটি স্বাভাবিক স্তর, যা ক্লান্তি, একঘেয়েমি বা কঠিন ধারণার কারণে তৈরি হতে পারে।

৯. ভাষা অর্জন বনাম ভাষা শিখন: তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comprehensive Comparison)

ভিত্তির মাপকাঠি (Criteria)	ভাষা অর্জন (Language Acquisition)	ভাষা শিখন (Language Learning)
১. মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি	স্বাভাবিক, অবচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া।	প্রথাগত, সচেতন ও প্রয়াসসাধ্য প্রক্রিয়া।
২. সামাজিক পরিবেশ	অনানুষ্ঠানিক (Informal) ও ঘরোয়া প্রতিবেশ।	আনুষ্ঠানিক (Formal) শ্রেণিকক্ষ ও কৃত্রিম পরিবেশ।
৩. ব্যাকরণের ভূমিকা	ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ জানার প্রয়োজন নেই।	ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার পদ্ধতিগতভাবে শিখতে হয়।
৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	মনের ভাব বিনিময় ও সামাজিকীকরণ।	পরীক্ষায় ভালো ফল, ক্যারিয়ার ও পেশাগত পারদর্শিতা।
৫. শিক্ষকের ভূমিকা	মা-বাবা ও সমাজ পরোক্ষ সহায়তাকারী।	শিক্ষক প্রত্যক্ষ নির্দেশক ও ত্রুটি সংশোধনকারী।
৬. মূল উপাদান	ভাষা-সমৃদ্ধ পরিবেশের সংস্পর্শ (Language Input)।	পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ বই ও অনুশীলন খাতা।
৭. শিক্ষার্থীর অবস্থা	সক্রিয় অংশীদার কিন্তু অবচেতন মনে অর্জন করে।	সম্পূর্ণ সচেতন এবং অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।
৮. ভাষার স্তর	প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষার ক্ষেত্রে ঘটে (L1)।	দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশি ভাষার ক্ষেত্রে ঘটে (L2)।
৯. ভুল সংশোধন	ভুলগুলো স্বাভাবিক সংশোধনের মাধ্যমে সময়ের সাথে দূর হয়।	শিক্ষক সরাসরি ভুল চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট নিয়ম শিখিয়ে দেন।
১০. স্মৃতির প্রক্রিয়া	দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান করে।	নিয়মগুলি মনে রাখার জন্য সক্রিয় স্মৃতির প্রয়াস দরকার।

১০. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চার্ট / কুইক রিভিশন টেবিল

বিশেষ ধারণা/টার্ম (Pedagogical Term)	প্রবক্তা/উৎস (Theorist/Source)	মূল নির্যাস (এক লাইনে মনে রাখার টিপস)
LAD & Universal Grammar	নোয়াম চমস্কি	মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা শিক্ষার জন্মগত ক্ষমতার জৈবিক কাঠামো।

Deep vs. Surface Structure	নোয়াম চমস্কি	উপরিগত কাঠামো হলো বাক্যের ধ্বনি রূপ; গভীর কাঠামো হলো অন্তর্নিহিত ভাব।
Monitor Hypothesis	সিটফেন ক্রাশেন	সচেতন ব্যাকরণ জ্ঞান কেবল আমাদের কথা বলাকে সংশোধন বা মনিটর করে।
Affective Filter	সিটফেন ক্রাশেন	উদ্বেগ, ভয় ও অনুপ্রেরণার অভাব ভাষা অর্জনের পথে মানসিক ছাকনি বা বাধা।
Input Hypothesis (i+1)	সিটফেন ক্রাশেন	শিক্ষার্থীর বর্তমান স্তরের চেয়ে সামান্য উন্নত ইনপুট দিলে ভাষা অর্জন ঘটে।
ZPD & Scaffolding	লেভ ভাইগটস্কি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য বিকাশের সীমা ও শিক্ষক বা বড়দের সাময়িক সংকেতপূর্ণ সাহায্য।
Private Speech	লেভ ভাইগটস্কি	নিজের কাজ পরিচালনার জন্য শিশুর নিজের সাথে নিজে জোরে কথা বলা (স্বগতোক্তি)।
Schema, Assimilation & Accommodation	জিন পিয়াজে	স্কিমা হলো ধারণার ভাণ্ডার; নতুন তথ্য যোগ করা আত্মীকরণ; স্কিমা বদলানো সহযোজন।
Egocentric Speech	জিন পিয়াজে	প্রাক-সক্রিয়তার স্তরে শিশুর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে অহংকেন্দ্রিক বাচন।
BICS vs. CALP	জিম কামিন্স	BICS হলো রোজকার সামাজিক মুখের ভাষা; CALP হলো পড়াশোনা ও চিন্তার ভাষা।
Translanguaging	আধুনিক পেডাগজি	শ্রেণিকক্ষে একাধিক ভাষার বাধাহীন ও সমন্বিত ব্যবহার।
Total Physical Response (TPR)	জেমস অ্যাশার	শিক্ষকের মৌখিক নির্দেশের সাথে শিক্ষার্থীর শারীরিক অঙ্গভঙ্গির সমন্বয়।
Habit Formation	বি. এফ. স্কিনার	অনুকরণ ও প্রশংসামূলক ইতিবাচক অনুবর্তনের মাধ্যমে ভাষার অভ্যাস গঠন।
Trial and Error Theory	এডওয়ার্ড থর্নডাইক	প্রস্তুতি, অভ্যাস ও ফললাভের মাধ্যমে ভাষা শিখন মজবুত হয়।

১১. PYQ INSIGHT (বিগত বছরের প্রশ্ন ও ট্রেন্ড বিশ্লেষণ)

বিগত বছরের CTET (Paper I & II), WB Primary TET, এবং JHTET পরীক্ষার প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ করে এই অধ্যায় থেকে নিচে দেওয়া বিশেষ প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করা গেছে:

- ১. ভাষা অর্জন ও শিখনের মৌলিক পার্থক্য (Acquisition vs. Learning):
 - পরীক্ষার প্রবণতা: পরীক্ষায় বহুবার প্রশ্ন এসেছে যে, ভাষা অর্জন (Acquisition) কী ধরনের প্রক্রিয়া? উত্তর: সবসময় হবে—অবচেতন এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া (Subconscious and Natural Process)। পক্ষান্তরে, ভাষা শিখন (Learning) হলো একটি সচেতন ও প্রয়াসসাধ্য প্রক্রিয়া (Conscious and Effortful Process)।
- ২. চমস্কির LAD এবং সহজাত ক্ষমতা (Innate Capacity):
 - পরীক্ষার প্রবণতা: "শিশুরা ভাষা শিক্ষার জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়"—এই উক্তিটি কার? উত্তর: নোয়াম চমস্কি। তাঁর তত্ত্বে LAD (Language Acquisition Device)-এর অবস্থান সরাসরি মানুষের মস্তিষ্কে এক অনন্য জৈবিক ক্ষমতা হিসেবে কাজ করে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর কমপক্ষে ২টি প্রশ্ন আসে।
- ৩. ভাইগটস্কির সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction):
 - পরীক্ষার প্রবণতা: "সামাজিক ভাববিনিময় বা মিথস্ক্রিয়া"-র মাধ্যমে ভাষার বিকাশ ঘটে—এই তত্ত্বটি কার? উত্তর: লেভ ভাইগটস্কি। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বা দলগত কাজে (Group/Peer Work) কাজ করতে দেওয়ার পেডাগজিক্যাল কারণ হলো—সামাজিক মিথস্ক্রিয়া জ্ঞান নির্মাণে সাহায্য করে। 'Scaffolding' বা মাচান শব্দটির প্রয়োগিক অর্থও ভাইগটস্কি থেকে বারবার আসে।
- ৪. ভাষা সমৃদ্ধ পরিবেশের গুরুত্ব (Rich Linguistic Environment):
 - পরীক্ষার প্রবণতা: দ্বিতীয় ভাষা বা প্রথম ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য তৈরি করে কোনটি? উত্তর: ভাষা সমৃদ্ধ প্রতিবেশ (Rich Language Environment)। যদি একটি সমৃদ্ধ প্রতিবেশ পাওয়া যায়, তবে ভাষা অর্জন বা শেখা অনেক সহজ হয়ে যায়।
- ৫. প্রথম ভাষা শিক্ষার স্তরসমূহ (Stages of Acquisition):
 - পরীক্ষার প্রবণতা: ৬ মাস বা ৭ মাস বয়সে শিশু স্বর ও ব্যঞ্জননের মিশ্রণে যে আওয়াজ করে, তাকে কী বলে? উত্তর: কলধ্বনি বা বাবলিং (Babbling)। আবার ৬ সপ্তাহের গু-গু শব্দকে কুয়িং (Cooying) বলে। দ্বি-শব্দ স্তরে শিশু টেলিগ্রাফের মতো যে বাক্য তৈরি করে তাকে টেলিগ্রাফিক বাচন (Telegraphic Speech) বলে।
- ৬. BICS ও CALP-এর প্রায়োগিক বিভাজন:
 - পরীক্ষার প্রবণতা: কোনো একটি ক্লাসে শিক্ষক যখন ছাত্রদের বলেন, "তোমরা গতকাল কী খেয়েছ তা জোড়ায় আলোচনা করো"—এটি কোন দক্ষতার অংশ? উত্তর হবে: BICS (দৈনন্দিন সামাজিক ভাষা দক্ষতা)। কিন্তু যখন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষামূলক প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়, তখন তা হবে CALP (উচ্চস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা দক্ষতা)।

১২. ANALYTICAL QUESTION BANK (বিশদ বিশ্লেষণাত্মক মক টেস্ট)

প্রশ্ন ১: ভাষা অর্জন (Language Acquisition) বলতে নিচের কোন্টি বোঝায়? (A) কোনো ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাবলী প্রথাগতভাবে সচেতনভাবে শেখা। (B) কোনো সচেতন প্রয়াস ছাড়াই স্বাভাবিক ও অবচেতন উপায়ে মাতৃভাষা আয়ত্ত করা। (C) বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে বিদেশি ভাষা রপ্ত করা। (D) শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সাহায্যে দ্বিতীয় ভাষা নিখুঁতভাবে শেখা।

- সঠিক উত্তর: (B)
- বিশদ ব্যাখ্যা: সিটফেন ক্রাশেনের মতে, ভাষা অর্জন হলো অবচেতনভাবে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশে প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা আত্মীকরণ করা। এতে কোনো কৃত্রিম চেষ্টা বা ব্যাকরণের নিয়ম সচেতনভাবে শিখতে হয় না।

প্রশ্ন ২: "শিশুরা ভাষা শিক্ষার জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে" — এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা কে? (A) বি. এফ. স্কিনার (B) জিন পিয়াজে (C) নোয়াম চমস্কি (D) লেভ ভাইগটস্কি

• **সঠিক উত্তর:** (C)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** নোয়াম চমস্কি তাঁর 'সহজাতবাদী' (Nativist) তত্ত্বে প্রস্তাব করেছেন যে, মানবশিশুর মস্তিষ্কে জন্মগতভাবেই ভাষা শিক্ষার জৈবিক ক্ষমতা থাকে, যাকে তিনি LAD (Language Acquisition Device) বলেছেন।

প্রশ্ন ৩: কোনো শিশুর বয়স যখন ১.৫ থেকে ২ বছর হয়, তখন সে দুটি শব্দ জোড়া দিয়ে ছোট ছোট অসম্পূর্ণ বাক্য বলতে শুরু করে (যেমন: "বাবা গাড়ি", "দুধ দাও")। এই স্তরটিকে পেডাগজির ভাষায় কী বলা হয়? (A) বাবলিং (Babbling) (B) কুয়িং (Cooing) (C) টেলিগ্রাফিক বাচন (Telegraphic Speech) (D) হোলোফ্রেস্টিক স্তর (Holophrastic Stage)

• **সঠিক উত্তর:** (C)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** ১.৫ থেকে ২ বছর বয়সে শিশু দুটি শব্দ মেলাতে শেখে। এই শব্দ জোড়ায় ব্যাকরণগত সংযোগকারী অব্যয় থাকে না বলে একে টেলিগ্রাফিক বাচন বলা হয়। এখানে পিভট ও ওপেন ক্লাসের ব্যাকরণ দেখা যায়।

প্রশ্ন ৪: লেভ ভাইগটস্কির মতে, শিশুরা যখন নিজেদের কাজকে পরিচালনা, নির্দেশিত ও পরিকল্পনা করার জন্য নিজে নিজে জোরে জোরে কথা বলে, তখন তাকে কী বলে? (A) অহংকেন্দ্রিক বাচন (Egocentric Speech) (B) সামাজিক বাচন (Socialized Speech) (C) স্বগতোক্তি বা ব্যক্তিগত বাচন (Private Speech) (D) নীরব বাচন (Inner Speech)

• **সঠিক উত্তর:** (C)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** ভাইগটস্কির মতে, স্বগতোক্তি বা Private Speech শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশে ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পিয়াজেঁ একে Egocentric Speech বললেও ভাইগটস্কি এর পেডাগজিক্যাল গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

প্রশ্ন ৫: শিক্ষক ভাষা শিক্ষার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় একটি বাস্তবভিত্তিক কথোপকথন বা রোমাঞ্চকর রোল-প্লে (Role Play) করার সুযোগ দিলেন। ভাইগটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষক এখানে কোন্ পেডাগজিক্যাল কৌশলের ওপর জোর দিচ্ছেন? (A) উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন (B) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction) (C) ইতিবাচক অনুবর্তনের মাধ্যমে অভ্যাস গঠন (D) যান্ত্রিক ব্যাকরণ শিক্ষণ

• **সঠিক উত্তর:** (B)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** ভাইগটস্কির মতে, শিশুর জ্ঞান ও ভাষার বিকাশ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা ভাববিনিময়ের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়। দলগত কাজ ও রোল প্লে এর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

প্রশ্ন ৬: শ্রেণিকক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার পরিবেশকে চমৎকার ও দ্রুততর করার জন্য নিচের কোন্ উপাদানটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ? (A) প্রচুর ব্যাকরণ বইয়ের নিয়মিত অনুশীলন (B) ভাষা সমৃদ্ধ প্রতিবেশ বা সংস্পর্শ (Rich Linguistic Environment) (C) নিয়মিত সাপ্তাহিক কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ (D) বানান ও যতিচিহ্নের কঠোর ও যান্ত্রিক সংশোধন

• **সঠিক উত্তর:** (B)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** CTET-এ বারবার এই প্রশ্ন এসেছে। ভাষা শেখা তখনই সহজ ও স্বাভাবিক হয় যখন শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে ভাষা ব্যবহারের একটি সমৃদ্ধ প্রতিবেশ বা পরিবেশ পায়।

প্রশ্ন ৭: জিম কামিসের তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা, বৈজ্ঞানিক ধারণার বিশ্লেষণ বা জটিল একাডেমিক লেখালেখি করার জন্য যে উচ্চস্তরের প্রজ্ঞামূলক ভাষা দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তাকে কী বলা হয়? (A) BICS (B) CALP (C) TPR (D) LAD

• **সঠিক উত্তর:** (B)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** CALP-এর পূর্ণরূপ হলো Cognitive Academic Language Proficiency, যা প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ একাডেমিক ভাষা দক্ষতাকে বোঝায়। অপরদিকে BICS হলো সাধারণ মুখের যোগাযোগের ভাষা।

প্রশ্ন ৮: কোনো শিক্ষার্থী যখন ব্যাকরণের একটি সাধারণ নিয়ম (যেমন—পাস্ট টেন্সে 'ed' যোগ করা) শেখার পর তা সব ক্ষেত্রে ভুলভাবে প্রয়োগ করে 'eat' এর জায়গায় 'eated' বলে, তখন এই ভাষাগত আচরণটিকে কী বলা হয়? (A) অতি-সাধারণীকরণ (Overgeneralization) (B) অতিরিক্ত শিখন (Overlearning) (C) দক্ষতার স্থানান্তর (Skill Transfer) (D) সহযোগিতা (Accommodation)

• **সঠিক উত্তর:** (A)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** ব্যাকরণের একটি সাধারণ নিয়ম যখন শিক্ষার্থীরা সব পরিস্থিতিতে ভুলভাবে সাধারণীকরণ করে ফেলে, তখন তাকে Overgeneralization বলা হয়। এটি শিশুর ভাষা বিকাশের একটি স্বাভাবিক স্তর।

প্রশ্ন ৯: স্টিফেন ক্রাশেনের 'ইনপুট হাইপোথিসিস' (i+1) অনুযায়ী একজন ভাষা শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের কোন্ ধরনের ভাষা সংস্পর্শ বা ইনপুট দেওয়া উচিত? (A) শিক্ষার্থীর বর্তমান স্তরের চেয়ে অনেক কঠিন ও জটিল ইনপুট। (B) শিক্ষার্থীর বর্তমান ভাষাগত স্তরের ঠিক সমান স্তরের ইনপুট। (C) শিক্ষার্থীর বর্তমান ভাষাগত স্তরের চেয়ে সামান্য উন্নত অথচ বোধগম্য ইনপুট। (D) যেকোনো ধরনের জটিল তাত্ত্বিক ব্যাকরণ সূত্র।

• **সঠিক উত্তর:** (C)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** ক্রাশেনের মতে, শিশুর বিকাশ তখনই ঘটে যখন তাকে তার বর্তমান স্তরের (i) চেয়ে সামান্য উন্নত ও বোধগম্য ইনপুট (i+1) দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ১০: পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural Knowledge) বলতে নিচের কোন্টি বোঝায়? (A) ব্যাকরণের সমস্ত সূত্র মুখস্থ বলতে পারার ক্ষমতা। (B) কোনো ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাবলী না জেনেও বাস্তব কথাবার্তা ও লেখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার নির্ভুল ব্যবহার করতে পারা। (C) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সংজ্ঞা নিখুঁতভাবে লেখা। (D) ক্লাসের প্রথম স্থান অধিকার করার ক্ষমতা।

• **সঠিক উত্তর:** (B)

- **বিশদ ব্যাখ্যা:** পেডাগজিতে Declarative Knowledge (সূত্র জানার জ্ঞান) এর চেয়ে Procedural Knowledge (বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারার ব্যবহারিক জ্ঞান) বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১১: ভাষা ক্লাসে যখন শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের বলেন, "গতকাল তোমরা বাড়িতে কী কী খেলা খেলেছ, তা তোমাদের পাশের বন্ধুর সাথে বাংলায় ও ইংরেজি মিলিয়ে আলোচনা করো।" শিক্ষিকার এই পদ্ধতিটিকে কী বলা যায়? (A) বিচ্ছিন্ন লিখন পদ্ধতি (B) ভাষান্তরীকরণ (Translanguaging) (C) যান্ত্রিক ব্যাকরণ শিক্ষা (D) অতি-সাধারণীকরণ

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের একাধিক ভাষা সমন্বিত ও বাধাহীনভাবে ব্যবহার করতে দেওয়ার আধুনিক ও প্রগতিশীল কৌশলকে Translanguaging বা ভাষান্তরীকরণ বলা হয়।

প্রশ্ন ১২: জিন পিয়াজের তত্ত্ব অনুযায়ী, শিশুর চিন্তন ও ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক? (A) ভাষা সবসময় চিন্তা বা ধারণার পথ নির্ধারণ করে। (B) শিশুর মস্তিষ্কে প্রথমে চিন্তার জন্ম হয়, তারপর তা ভাষায় প্রকাশ পায় (Thought precedes Language)। (C) ভাষা ও চিন্তা জন্মলগ্ন থেকে দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অসংশ্লিষ্ট বিষয়। (D) শিশুর ভাষা কেবল বড়দের যান্ত্রিক অনুকরণের ফলেই বিকশিত হয়।

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: পিয়াজের মতে, প্রজ্ঞার বিকাশ বা চিন্তাই ভাষার ভিত্তি তৈরি করে। অর্থাৎ, আগে চিন্তার উদ্বেগ ঘটে এবং পরে তার প্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ১৩: কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পরেও স্মৃতির দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য যে অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি বা অনুশীলন করা হয়, তাকে কী বলা হয়? (A) অতি-সাধারণীকরণ (B) অতিরিক্ত শিখন (Overlearning) (C) শিখনের অধিত্যকা (Plateau) (D) প্রাচীন অনুবর্তন

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: Overlearning বা অতিরিক্ত শিখন শিক্ষার্থীর স্মৃতিকে শক্তিশালী করে এবং পরীক্ষার সময় কোনো মানসিক চাপ ছাড়াই দ্রুত ও সঠিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ১৪: শিশু জন্মের আনুমানিক ৬ সপ্তাহ বা দেড় মাস বয়সে গলার পিছন থেকে যে নরম স্বরধ্বনির মতো গুঞ্জন করে (যেমন: 'উ', 'কু'), তাকে শিশুর ভাষার কোন স্তর বলা হয়? (A) বাবলিং (Babbling) (B) কুয়িং (Cooing) (C) হোলোফ্রেস্টিক (Holophrastic) (D) স্বরভঙ্গি

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: দেড় মাস বয়সে শিশু যে গু-গু শব্দ করে গুঞ্জন তৈরি করে তা হলো Cooing। আর ৬ মাস বয়সের স্বর ও ব্যঞ্জনের মিশ্রণে তৈরি অর্থহীন ধ্বনি হলো Babbling।

প্রশ্ন ১৫: স্টিফেন ক্রাশেনের 'মনিটর হাইপোথিসিস' অনুযায়ী, কোনো সচেতন শিক্ষার্থী যখন ভুলের ভয়ে কথা বলাই বন্ধ করে দেয় বা মাত্রাতিরিক্ত সচেতন থাকে, তাকে কী বলা হবে? (A) Under-user of Monitor (B) Over-user of Monitor (C) Optimal user of Monitor (D) Low Affective Filter

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: যারা ব্যাকরণ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, তারা হলো Over-users। এদের যোগাযোগের সাবলীলতা (Fluency) মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন ১৬: স্কিনারের তত্ত্ব অনুযায়ী, শিশু যখন কোনো সঠিক শব্দ উচ্চারণ করে এবং তার মা-বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে প্রশংসা করেন, তখন শিশুর এই শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে কোন্টি? (A) প্রাচীন অনুবর্তন (Classical Conditioning) (B) ইতিবাচক অনুবর্তন (Positive Reinforcement) (C) ঋণাত্মক অনুবর্তন (D) যান্ত্রিক ব্যাকরণ

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: স্কিনারের অপারেণ্ট-অনুবর্তন তত্ত্বে প্রশংসা বা হাততালি হলো ইতিবাচক অনুবর্তন বা ধনাত্মক শক্তিদায়ক উদ্দীপক, যা শিশুর ভাষা শিক্ষাকে পুরস্কৃত করে অভ্যাসে পরিণত করে।

প্রশ্ন ১৭: শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বলেন, "দাঁড়াও" এবং শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে নির্দেশটি পালন করে, আবার শিক্ষক যখন বলেন, "তোমাদের বইটি খোলে" এবং তারা কোনো কথা না বলে বইটি খোলে—এই শিক্ষণ কৌশলটিকে কী বলা হয়? (A) Translanguaging (B) Total Physical Response (TPR) (C) BICS (D) Competence

• সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: জেমস অ্যাশার উদ্ভাবিত TPR পদ্ধতিতে শিক্ষক মৌখিক নির্দেশ দেন এবং শিক্ষার্থীরা শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ করে। এটি প্রারম্ভিক ভাষা শিখনে দারুণ সফল।

প্রশ্ন ১৮: পঠন ও লিখন দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষার অর্জিত কোনো সাধারণ পড়ার কৌশল যখন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ভাষা পড়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগায়, তখন তাকে কী বলা হয়? (A) ভাষাগত দক্ষতার স্থানান্তর (Skill Transfer) (B) অতি-সাধারণীকরণ (C) অহংকেন্দ্রিক বাচন (D) সহযোজন

• সঠিক উত্তর: (A)

• বিশদ ব্যাখ্যা: প্রথম ভাষার অর্জিত পঠন বা লিখন কৌশল দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে সাহায্য করলে তাকে Skill Transfer বা দক্ষতার স্থানান্তর বলা হয়।

প্রশ্ন ১৯: থর্নডাইকের শিখন নিয়মের কোন সূত্রটি ভাষা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বানান ও ডিক্টেশন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়? (A) প্রস্তুতির নিয়ম (Law of Readiness) (B) অনুশীলনের নিয়ম (Law of Exercise) (C) ফললাভের নিয়ম (Law of Effect) (D) কোনোটিই নয় সঠিক উত্তর: (B)

• বিশদ ব্যাখ্যা: অনুশীলনের নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত পুনরাবৃত্তি ও ব্যবহারের ফলে ভাষার শিখন দৃঢ় হয়। বানান বা লেখার গতি বাড়াতে এই নিয়ম অত্যন্ত কার্যকরী।

প্রশ্ন ২০: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াকে বাধামুক্ত ও ত্বরান্বিত করতে শিক্ষকের প্রথম কাজ কী হওয়া উচিত? (A) প্রতিদিন ক্লাসে এসে ব্যাকরণের কঠিন পরীক্ষা নেওয়া (B) শ্রেণিকক্ষের ভীতি ও দুশ্চিন্তা কমিয়ে একটি আনন্দদায়ক ও চাপমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা (Low Affective Filter) (C) শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা (D) শুধু ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের ওপর কঠোর জোর দেওয়া

• সঠিক উত্তর: (B)

Why this Book?

বাংলা
ভাষা
শিক্ষক হওয়ার
পথে আপনার
বিশ্বস্ত সহচর

BAIO TET COMBO MASTER BOOK BENGALI LANGUAGE

CTET | WB TET | JHTET (Primary + Upper Primary)



**Complete
Syllabus Coverage**
Grammar + Pedagogy
as per latest syllabus



Exam-Oriented
CTET | WB TET | JHTET



**Primary +
Upper Primary**
Both levels in one book



Concept Clarity
Simple language
with real examples



PYQ Insight
Chapter-wise analysis
(15 years)



Quick Revision
Tables, charts &
summary



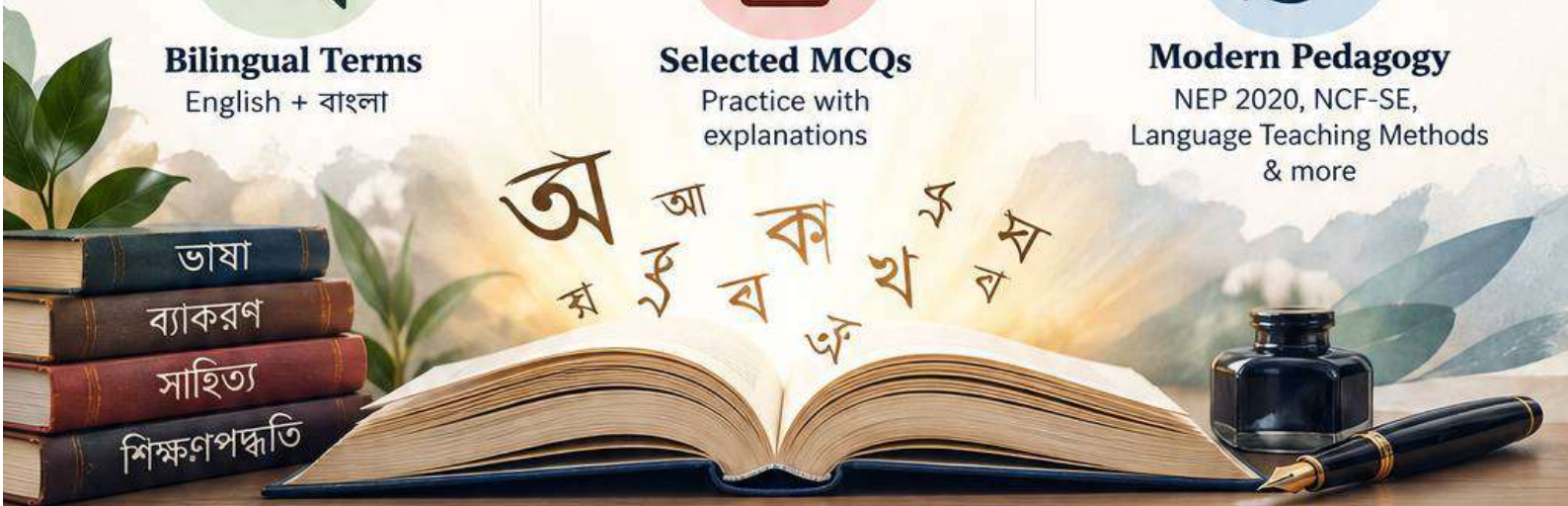
Bilingual Terms
English + বাংলা



Selected MCQs
Practice with
explanations



Modern Pedagogy
NEP 2020, NCF-SE,
Language Teaching Methods
& more



Learn



Prepare



Grow



Succeed

BAIO
Learn Together